যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনায় বামপন্থী সুবিধাবাদের বিপদ

বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল শত্রু হল পুঁজিবাদ ও তার রাজনৈতিক দল এবং সোস্যাল ডেমোক্রেসি হল প্রধান বিপদ। পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত যুক্তফ্রন্ট এবং ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের দু'টি যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ক্ষেত্রে চক্রান্তকারী, সুবিধাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক সিপিআই(এম) এবং তার লেজুড় দলগুলির নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি উপরোক্ত ঐতিহাসিক শিক্ষার সত্যতা যেরকম পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে, অতীতে তার কোনও নজির নেই। এই বিষয়টিই কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর নিম্নের অমূল্য ভাষণে উপস্থিত করেছেন।

কমরেড সভাপতি, উপস্থিত বন্ধুগণ এবং কমরেডস্,

আজকের এই বৃহৎ জনসমাবেশে, যদিও আমার কাছে ইতিমধ্যেই নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অনেক অনুরোধ এসেছে, তবুও আমি মনে করি, এই একটি সমাবেশেই সমস্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির যথাযথ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নটি বর্তমানে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের মনকে আলোড়িত করছে, সেই প্রশ্নটি নিয়েই মূলত আমি আলোচনা করব।

বিশ বছরের একটানা কংগ্রেসি রাজত্বের জুলুম, অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার জনমত কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'-দুবার (১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সাল) যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, বিশেষ করে এবার (১৯৬৯ সাল) এতো বিপুল সংখ্যায় তাদের জিতিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, যা আগে কখনও ভাবা যায়নি। অথচ সেই যুক্তফ্রন্ট এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারল না, ভেঙে গেল। কেন? এ প্রশ্নে যা হয় একটা কৈফিয়ত দেওয়া চলে না, চলতে পারে না। এ দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের সমস্ত রাজনৈতিক দলের। বৃহৎ বামপন্থী রাজনৈতিক দল বলে যাঁরা নিজেদের ঘোষণা করেন, কৈফিয়ত দেওয়ার এবং সমস্ত অবস্থাটা খুলে বোঝাবার দায়িত্ব তাঁদেরই সব থেকে বেশি। শুধু তাঁদের নিজেদের ডিফেন্ড (আত্মপক্ষ সমর্থন) করলেই চলবে না, অবস্থাটা কী তা জনতাকে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক বিচারবিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। দেখাতে হবে, আন্দোলনের কী সেই অন্তর্নিহিত ত্রুটি, যে ত্রুটি ও দুর্বলতা এমন মারাত্মক রূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যে তাকে প্রতিহত করা গেল না। কী গণচেতনা, কী রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ দলীয় শক্তি, কোনও ক্ষমতার দ্বারাই আমরা তাকে প্রতিহত করতে পারলাম না। এত বড় বড় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা, আপনারা যাঁদের বক্তৃতা শুনে কথায় কথায় হাততালি দেন, গলায় মালা দেন, বিশ্ববিজয়ী নেতা বলে মনে করেন, যাঁদের বাণী শোনবার জন্য আপনারা ছুটে আসেন, তাঁরা এমনই ক্ষমতাবান যে, জনসাধারণের রক্ত দিয়ে গড়া এমন একটা সংগ্রামের হাতিয়ার যা জনসাধারণই তাঁদের হাতে তুলে দিল, সেটাকে রক্ষা করবার মতো উইজডম (প্রজ্ঞা) এবং ক্ষমতা তাঁরা দেখাতে পারলেন না। স্বভাবতই এতবড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও যুক্তফ্রন্ট কেন টিকে থাকতে পারল না, আপনারা এটা ঠিকভাবে বুঝতে চান। কারণ যুক্তফ্রন্ট চলে গেল, এবার কংগ্রেস আবার ফিরে আসুক, এটা আপনারা শুধু নয়, কোনও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষই চান না। তাই আপনারা চান, আবার যুক্তফ্রন্ট হোক, আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি পুনরুজ্জীবিত হোক এবং তারা পশ্চিমবাংলায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিক এবং গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে, মানুষের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে লড়াইগুলিকে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাক।

কিন্তু, কংগ্রেসকে বা কোনও দুশমন শাসক সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র ভোটের জোরে হটিয়ে দিয়ে, যে কোনও একটা মোর্চাকে বা যুক্তফ্রন্টকে একবার গদিতে বসিয়ে দিতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, একথা যে ঠিক নয়, সেটা দু'-দুবার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিতে বসানোর পর যে সংকটে আপনারা পড়েছেন, তার

দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠেছিল কী ভাবে ? কতকগুলি দল যারা একক শক্তিতে কংগ্রেসকে হারাতে পারে না, তারা এক হয়ে যুক্তভাবে একটা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু তাদের মনোভাবটা অনেকটা এরকম ছিল যে, আমরা যে যাই রাজনীতি করি না কেন, সবাই মিলে যাহোক করে কংগ্রেসকে তো আগে হটিয়ে দিই, তারপর কী হবে সবাই মিলে ঠিক করে নেব। অর্থাৎ, তাঁরা শুধু ব্যবসায়ীর মতো হিসাব করেছিলেন যে, আগে কংগ্রেসকে হটিয়ে নিজেরা উজির, নাজির, মন্ত্রী হই, পরে সব দেখা যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আসলে যুক্তফ্রন্ট মানে কি এই? আপনারা, জনসাধারণ, যুক্তফ্রন্ট কি এই জন্য বানিয়েছিলেন? নেতাদের যার যাই হিসাব থাক না কেন, আপনারা নিশ্চয়ই কেউই এই কারণে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেননি। যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল বাস্তব অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে। কী সেই বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা?

ইংরেজ চলে গিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস যখন একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, মানুষ আশা করেছিলেন, কংগ্রেস সব সমস্যার সমাধান করবে। এই আশায় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অনেক লোক কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন। যাঁরা কিছু বুঝতেন তাঁদের মধ্যেও এরকম ধারণা ছিল যে, সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না করলেও, অন্তত দেশকে খানিকটা দূর পর্যন্ত কংগ্রেস এগিয়ে নিয়ে যাবে, জনসাধারণের ও সমাজজীবনের কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করবে। তার জন্য বিশ বছর তাঁরা সময় দিয়েছেন। মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে কংগ্রেসি নেতারা চিৎকার করে বলেছেন, 'ব্রিটিশ শাসনের এত বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে সময় লাগবে। আমাদের সময় দাও, এত সহজে এত বছরের পরাধীনতার গ্লানিকে দূর করা যায় না। হঠাৎ করে, ম্যাজিক করে দেশের উন্নতি করা যায় না।' মানুষ শুনে গেছেন, বিরক্ত হয়েছেন। তবু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেই একই কথা তাঁরা শুনে গেছেন। শুনতে শুনতে একটা সময় মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বিশ বছর ধরে একদিকে তাঁরা এইসব বক্তৃতা শুনেছেন, আর এরই পাশাপাশি কংগ্রেসি রাজত্বে কংগ্রেসি শাসকদের শ্রেণীচরিত্র, শোষণমূলক চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য যে আন্দোলনগুলো ধীরে ধীরে সমাজের অভ্যন্তরে দানা বেঁধে উঠছিল, তার বহিঃপ্রকাশ আমরা এই পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্যে দেখেছি। বার বার আন্দোলনের তুফান এসেছে, আন্দোলনের ময়দানে মানুষ নেমেছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছে, মিলিটারি দিয়ে তাকে দমন করার চেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এত লড়াই, এত কোরবানি, এত আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও পশ্চিমবাংলায় হয়েছে কি না, ইতিহাস যাঁরা পড়েন তাঁরা তার মীমাংসা করবেন। আমি তার মধ্যে যেতে চাই না।

এই আন্দোলনগুলো থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল — তা হল এই যে, কংগ্রেসকে মোকাবিলা করার মতো এককভাবে কোনও বিপ্লবী বা গণতান্ত্রিক দল বা শক্তি বা অন্যান্য নানা মতাদর্শের সব দল মিলেও কোনও যুক্তফ্রন্ট আজও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ আমাদের সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবাংলার নয়, কোনও একটা গ্রামের বা একটা থানার বা জেলার সমস্যাও নয়। গোটা ভারতের সমস্যার সাথে পশ্চিমবাংলার জনজীবন, সমাজ, অর্থনীতি, আদর্শ, নৈতিকতা, শিল্পোদ্যোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের সমস্ত সমস্যাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং গোটা ভারতের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে নানা দলের ইস্যুভিত্তিক মিলিত যে 'যুক্তমোর্চা' বা 'ফ্রন্ট' গড়ে উঠেছে, তাও কখনই একটা স্থায়ী রূপ নেয়নি, বা তার মধ্যে বিভিন্ন দলের সমাবেশ এক থাকেনি, যদিও বামপন্থী দলগুলি সবসময়ই সেখানে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

যেমন ধরুন, পশ্চিমবাংলার এই যে যুক্তফ্রন্ট, এতে গণতান্ত্রিক কিছু পার্টি রয়েছে, যারা সরাসরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে চায়, মোটা মোটা ভাষায় অন্তত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জোতদারদের বিরুদ্ধে, মালিকদের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে। অবশ্য লড়াই তারা কতদূর করবে জানি না। কিন্তু মানুষ আজও বিশ্বাস করে, এরা সৎ, এরা গণতন্ত্রের জন্য লড়বে, কিছু করবে। আবার এরকম পার্টিও আছে যুক্তফ্রন্টে, যারা সমাজবাদের কথা বলে, কিন্তু মার্কসবাদ মানে না। তারা জাতীয় সমাজতন্ত্রের মতো একটা সমাজবাদ মানে বা সমাজতন্ত্রের একটা কল্পনা করে। এরা শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে, কলেকারখানায়, ট্রেড ইউনিয়নে, কিছু কিছু চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরা কিছু কিছু লড়ালড়িও করে। এ ধরনের সমাজবাদী দলও আমাদের যুক্তফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে। আবার এর মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে আরেক গ্রুপ আছে, যারা নিজেদের সাম্যবাদী বলে না।

তারা মনে করে, বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়। তার সঙ্গে তারা সম্পর্ক রাখতে চায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক ঐক্য, বা দুনিয়ার মজদুর এক হও, এই স্লোগানের উপর তাদের বিশেষ আস্থা নেই। দুনিয়ার মজুর-চাষীদের সঙ্গে তাদের একাত্মতা তারা হয়তো চিন্তায়, আদর্শে মনে করে, কিন্তু বাস্তবে জাতীয় ক্ষেত্রে এদের মার্কসবাদের প্রয়োগ অনেকটা জাতীয়তাবাদী দলের মতো। এরকম একটা দলকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল বলা যায় কিনা, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, এই ধরনের জাতীয় ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কিছু কিছু দলও আমাদের যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আছে। আর রয়েছে, যারা খোলাখুলিভাবে নিজেদের বিপ্লবী বলে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে নিজেদের ভাবে, নিজেদের সরাসরি কমিউনিস্ট বলে প্রচার করে। এ রকম কয়েকটি দল রয়েছে। আবার, এর মধ্যেও দু'-তিন ভাগ রয়েছে। আমরা রয়েছি, সি পি আই রয়েছে, সিপিআই(এম) রয়েছে। সিপিআই(এম) অবশ্য আজও হয়তো নিজেদের আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীদার হিসাবেই ভাবে, যদিও তারা নিজেরা, না চীন না রাশিয়া, কোনও পক্ষ বা অথরিটির দ্বারা স্বীকৃত না হওয়ার ফলে আমার ধারণা, খানিকটা 'জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' ধরনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পা বাড়াচ্ছে। যদিও এরূপটি আজই পরিষ্কার হয়ে উঠছে না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এটিও পরিষ্কার হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা।* তা এরাও রয়েছে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে।

তাহলে, এই যে সব মিলেমিশে একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল, এটা কেন? সেটা কি শুধু এই কারণেই যে, একলা কেউ একটা নির্বাচন পুরো লড়তে পারবে না, একক শক্তিতে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে পারবে না, কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে পারবে না, তাই জোটপাট খাটিয়ে যে করেই হোক সমস্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত করে একটা হাওয়া তুলে, কংগ্রেস বিরোধী একটা যে হাওয়া আছে, সেই অ্যান্টি-কংগ্রেস মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে 'আমরা হেন করে দেব, তেন করে দেব' এইসব কথা বলে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য? আর শুধু এই ভেবে যে মানুষগুলো বিশেষ কিছু বোঝে না, তাদের ধৈর্যের সীমা বিশ বছর ধরে শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে, তারা যা হয় একটা কুটোর মতন পেলেও ধরতে চাইবে এবং সব পার্টিগুলো যখন এক হয়ে গেছে তখন তাদের বাক্সে গিয়ে তারা ভোটটা দিয়ে দেবে? আমরা জানি, সাধারণ সাদামাটা মানুষ এইভাবেই কথাগুলো বলেন। তাঁরা বলেন, 'আরে মশাই, আপনারা সব এতগুলো দল, এতগুলো মত, সবাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, আপনারা সবাই এক হয়ে যান, অত ঝগড়াঝাটি, অত মতবাদের লড়ালড়ি, অত তর্কাতর্কি, অত সূক্ষ্ম বিচার করবার আমাদের সময় নেই। আমরা মশাই খেটেখাওয়া মানুষ, আমাদের অত তত্ত্বটত্ত্বের দরকার নেই। আপনারা সব এক হোন। এক হলেই দেখবেন কংগ্রেসকে আমরা টুপ করে ফেলে দিয়েছি।' বাস্তবে ঘটলোও তাই। আমরা সব এক হয়ে গেলাম। ওঁরা টুপ করে কংগ্রেসকে ফেলে দিলেন। আমরা সব গদিতে বসলাম। তারপর আমরা আবার ওঁদের সেই টুপ করে ফেলে দেবার মতো নিজেরাই টুপ করে ভেঙে গেলাম।

তাহলে, এ থেকে কী দেখা গেল ? দেখা গেল যে, ফাঁকি দিয়ে হয় না। ফাঁকি দিয়ে কোনও কাজ হয় না। 'রাজনীতি বুঝতে চাই না, অত জটিলতায় আমাদের দরকার নেই' — আপনাদের এভাবে ভাবলে চলবে না। কেননা স্বাধীনতা তো আপনার নিজের দরকার, মুক্তি তো আপনার দরকার। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ চাই, গণআন্দোলন করতে হবে, শ্রেণীসংগ্রাম করতে হবে, অত্যাচারের অবসান ঘটাতে হবে, বেকারদের চাকরি দিতে হবে, কৃষির আধুনিকীকরণ করতে হবে, দেশকে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলতে হবে — এ সব নিয়ে আপনারা স্বপ্ন দেখেন, এসবও আপনারা চান। কিন্তু তবুও রাজনীতি নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না, সেটা আপনারা রাখবেন ভাড়া করা রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে, মাইনে করা চাকরের মতন ভাড়া করা নেতাদের জন্যে। আপনারা নেতাদের উপর নির্ভর করে থাকবেন। নেতারা যদি আপনাদের ডোবায় আপনারা ডুববেন, নেতারা যদি কোনও দিন আপনাদের তোলে আপনারা উঠবেন। এ কেমনতর কথা ? এ রকম করে কত দিন চলবে? এই করে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, অথচ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে কংগ্রেসের হাতে। এই করে বিশ বছর ধরে কংগ্রেসি শাসনের যাঁতাকলে মানুষ পিষ্ট হয়েছে। এই করেই মানুষ না বুঝে কংগ্রেসকে হটালেন, কিন্তু ক্ষমতা কার হাতে তুলে দিলেন তার বাছবিচার করলেন না।

---

* এই বিশ্লেষণ কিছুদিনের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

কোনও কিছু করবার আগে বিচার করে করবার কথা বললেই আপনারা যে বলেন, 'অতো কথা আমরা বুঝতে চাই না, অতো যুক্তি বিচার করবার দরকার আমাদের নেই' — এ চলবে না। এ অন্ধতাকে আপনাদের ফাইট করতে হবে, এ অন্ধতার বিরুদ্ধে আপনাদের লড়তে হবে। গণআন্দোলনে নেতারা মার খায় না, এ কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। আমরা যারা নেতা হয়ে বসেছি, তাদের গা বেঁচে যায়, লাঠি পড়ে আপনাদেরই ঘাড়ে। নেতারা ক'জন মার খান? কাজেই, যদি আবার কোনও আন্দোলনের পথে আসতে হয় এবং তা আসতেই হবে, আজ হোক বা কালই হোক, আন্দোলনের পথে আবার আপনাদের আসতেই হবে। তাহলে, রাজনীতির চর্চাটাও আপনাদের নিজেদেরই করতে হবে। আন্দোলন আপনারা করছেন। আন্দোলনে মারও আপনারা খাচ্ছেন, লোকসান আপনাদের হচ্ছে, অথচ যে রাজনীতির কূটকচালে নীতির অলিগলির পথে তা হচ্ছে, সেই রাজনীতিকে বুঝতে গেলে, তাকে ধরতে হলে যে রাজনীতির প্রয়োজন আছে, সেই রাজনীতির চর্চা আপনারা করবেন না। কেন কী ঘটছে, কোন পার্টির কী নীতি, যুক্তফ্রন্ট কীভাবে গড়ে ওঠা দরকার, যুক্তফ্রন্টের আচরণবিধি কী হওয়া দরকার, যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতি কী হওয়া দরকার — এগুলোর জন্যে যে রাজনীতিটা বোঝার দরকার, লক্ষ করা যাচ্ছে, 'যুক্তফ্রন্ট' 'যুক্তফ্রন্ট' বলে যাঁরা চেল্লাচিল্লি করছেন, তাঁদের মধ্যেও এইসব নিয়ে কোনও গভীর উদ্বেগ কাজ করছে না।

তাই ফলটা কী দাঁড়াচ্ছে? যুক্তফ্রন্ট চাই, যুক্তফ্রন্ট গড়তে হবে, সব দলই বলছে। কারণ যুক্তফ্রন্ট ছাড়া কারও চলছে না, কেউ একা চলতে পারে না। মানুষ যুক্তফ্রন্ট চাইছে। তাই দেখবেন, যারাই যুক্তফ্রন্ট ভাঙল নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করে, তারাই কিন্তু আবার বলছে, যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতে হবে, যুক্তফ্রন্টকে ভাঙার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। আমাদের দলের কর্মীরা স্লোগান দিচ্ছে, 'যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করুন', 'ভাঙল কে, সি পি এম আবার কে'। আবার সি পি এম-এর কর্মীরাও মিছিল বের করছে, স্লোগান দিচ্ছে, 'যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করুন', 'যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করুন', 'ভাঙল কারা, অমুক, অমুক, অমুক যারা', 'তারা ছাড়া আবার কারা'। আপনারা জনসাধারণ দু'দলের মাঝখানে পড়ে একবার এদিকে চাইছেন, একবার ওদিকে চাইছেন। কে যে ভাঙল, বোঝবার উপায় নেই। আপনারা শেষপর্যন্ত ত্যক্তবিরক্ত হয়ে নির্ভর করছেন ঈশ্বরের উপর। ভাবছেন, 'যা হয় একটা কিছু যদি হয় হল, না হলে আর কী করা যাবে? আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা তো চিরকালই মার খাই। আবার যদি ভোটের সময় আসে, তখন কষ্ট করে গিয়ে, হয় এই পক্ষে না হয় ওপক্ষে ঢুকে ভোটাভুটি করে হয় ওকে জেতাব, না হয় ফেলব'। এই হচ্ছে আপনাদের মানসিকতা। আমার দৃঢ় অভিমত, আপনাদের এসব মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। ঘটনা দ্রুত এগোচ্ছে। আপনারা যাঁরা সাধারণ মানুষ তাঁদের উপর সমস্ত জিনিস নির্ভর করছে। ভোটে আপনাদের কাছেই যেতে হয়। আপনাদের জনশক্তির উপর নির্ভর করেই যেমন ভোটের লড়াই হয়, তেমনি গণআন্দোলনও হয়। গণআন্দোলনই হোক, আর ক্ষমতা দখলের বিপ্লবের স্বপ্নই হোক, সবই আপনাদের উপর নির্ভর করে। নেতারা মগজের কাজটা করে, দল মগজের কাজটা করে, রাস্তাটা বাতলায়। অন্ধকারে চলার সময় যেমন একটা বাতির দরকার হয়, সেই বাতিটা, টর্চটা না থাকলে গর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনই নেতৃত্ব, দল, রাজনীতি হচ্ছে সেই টর্চ নামক জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা এই আন্দোলনের যে অন্ধকারময় রাস্তার অলিগলি, তা আমরা দেখে দেখে চলতে পারি।

তাহলে, যে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম, সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে। আমরা যে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলছিলাম এবং যেটা গড়ে উঠেছিল, আপনারা জানেন, সেটা কংগ্রেসের দাপটের মধ্যে মানুষের সহ্যের সীমা যখন একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, আর তার সাথে সাথে একটু একটু করে গণআন্দোলন গড়ে উঠছিল, তার মধ্য দিয়েই এই যুক্তফ্রন্টের শক্তিটা গড়ে উঠছিল। আর এই গণআন্দোলনগুলোর চেহারা কী ছিল? না, সেই গণআন্দোলনগুলোর শরিক এই যে সব পার্টিগুলোকে দেখছেন, এই পার্টিগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ পার্টি, তার তার নিজস্ব রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মূল আদর্শ উদ্দেশ্য যাই থাকুক, জনতার কাছে তা পরিষ্কার থাকুক বা না থাকুক, তারা সকলে মিলেই একত্রে যে আন্দোলনগুলো করছিল, সেই সম্মিলিত লড়াই, সেই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের সঙ্গে জনতার একটা একাত্মতা গড়ে উঠছিল।

পশ্চিমবাংলায় এই ফ্রন্ট প্রথমে কিছু পার্টিকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। প্রথমে এই যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। তারপর তারা এল। আবার কমিউনিস্ট পার্টি দুটো ভাগে ভাগ হওয়ার পর, তাদের মধ্যে একটা পার্টি যুক্তফ্রন্টে ছিল, আর একটা পার্টি ছিল না। পরে সেই পার্টিটাও এল। তারপর '৬৭ সালের নির্বাচনের আগে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে যখন বাংলা কংগ্রেস গঠিত হল, নির্বাচনের পর কয়েকটি বামপন্থী দলের

বিরোধিতা সত্ত্বেও, বিশেষ করে আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, তাদের যুক্তফ্রন্টে নেওয়া হল। আমরা বলেছিলাম যে, কংগ্রেস থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে, ওদের আগে পরীক্ষা হোক, আগে ওরা গণআন্দোলনে টেস্ট দিক, লড়াই করুক, তারপর এদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসাবে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে চলা যায় কিনা, তা বিচার করার পর তারা এদের নিক। কিন্তু ইলেকশনের রাজনীতির প্র্যাগমেটিক কনসিডারেশনের (আশু লাভালাভের) দিকে তাকিয়ে এই কমিউনিস্ট পার্টি এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলা কংগ্রেসকে যুক্তফ্রন্টে সরাসরি টেনে নিয়ে এল, যুক্তফ্রন্টের মিটিং-এ তাদের ডেকে নিয়ে এল। ফলে, রাতারাতি বাংলা কংগ্রেস প্রগতিশীল হয়ে গেল। আজ বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যা নয় তাই বলে সিপিআই(এম) গালাগালি দিচ্ছে, কিন্তু এই বাংলা কংগ্রেসকে, কংগ্রেস ছেড়ে আসার পরে কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা না করেই যুক্তফ্রন্টে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিলেন এই প্রমোদবাবুরা নিজেরাই। একথা তো অস্বীকার করলে চলবে না। আমরা তো তাদের ডেকে আনিনি।

কিন্তু এসে গিয়ে আমরা চাই বা না চাই, প্রমোদবাবুরা চান বা না চান, জ্যোতিবাবুরা চান বা না চান, তারা পশ্চিমবাংলার জনমানসে এই গণআন্দোলনেরই একটা পার্টি হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে। এটা প্রমোদবাবুরাই করে দিয়েছেন। গত নির্বাচনেও 'দাশগুপ্ত ফর্মূলার' দ্বারা তাদের ৩৩টি সিট পাওয়ার বন্দোবস্ত তাঁরাই করে দিয়েছিলেন, আমরা করে দিইনি। তার বিনিময়ে তাঁরা ব্যবসাদারদের মতো হিসাব করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের কটা সিট বাড়বে। তখন সিপিআই(এম) নেতারা এদের রাজনীতির চর্চা করেননি। 'বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল' — এসব কথা তখন তাঁদের বলতে শুনিনি। সে কথায় আমি পরে আসছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জোতদারের দল যদি বাংলা কংগ্রেস হয়ে থাকে তো সে কি আজ হয়েছে? সে তো যেদিন তাকে তাঁরা ডেকে নিয়ে এসেছিলেন, সেদিনই ছিল। তাহলে তার সঙ্গে তাঁরা ঐক্য করেছিলেন কেন? জনগণের মনে প্রশ্নগুলো এইভাবে ওঠা দরকার। যদি জোতদারের দল বলেই তার সঙ্গে তাঁরা ঐক্যের বিরোধী হন, ঐক্য করতে না চান এবং ওটাকে ভিত্তি করেই যদি ঐক্য ভাঙেন, তাহলে আমার প্রশ্ন, সে কি জোতদারের পার্টি আজ হয়েছে? সে কি যুক্তফ্রন্টে বসার পর রাতারাতি জোতদারের দল হয়েছে? সে তো আগেই ছিল! তাতে তো তার সঙ্গে ঐক্য করতে তাঁদের আপত্তি হয়নি? তাতে তো 'দাশগুপ্ত ফর্মূলা' তৈরি করে সেই জোতদারের পার্টিকেই গাদা গাদা সিট দিয়ে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি' করে দিতে তাঁদের মতো বিপ্লবীদের(?) বাধেনি! তাহলে এখন 'জোতদারের পার্টি' কথাটা তাঁরা তুলছেন কেন? বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, এমনভাবে তাঁদের বলা দরকার যাতে মানুষের মগজ গুলিয়ে না যায়, মানুষ যাতে বুঝতে পারে। কিন্তু তাঁরা তা না করে যা বললেন, সে তো গোলমাল করে দেওয়ার কথা, উত্তেজিত করে দেওয়ার কথা। একটা প্রশ্ন তুলে দেওয়া হল, আর এমনভাবে প্রচার চালানো হল যাতে মানুষ অন্ধ আবেগে কাজ করে, যাতে তাদের মধ্যে যুক্তি কাজ না করে। এ রাজনীতি তো জনগণের রাজনীতি নয়। এ তো অন্ধতার রাস্তা। অন্ধতার রাস্তা তো কমিউনিস্টরা, মার্কসবাদীরা চর্চা করে না। এ কারা চর্চা করে? করে ফ্যাসিস্টরা। ফ্যাসিস্টরা চায় মোর দ্য ব্লাইন্ডনেস, মোর দ্য ফ্যানাটিসিজম। অন্ধতা যত বাড়বে, উগ্র মতান্ধতা তত বাড়বে। এ তত্ত্ব ফ্যাসিস্টরা মানে। তাই তারা চায় সারা জাতটা অন্ধ গোঁয়ারের মতো হয়ে যাক। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্ধতা এনে দাও, একটা হুজুগ এনে দাও, স্লোগান তুলে দাও, নানারকম কথা তুলে আসল কথাগুলোকে চাপা দিয়ে দাও এবং জনতাকে উত্তেজিত করে নিয়ে যাও। তার ফলে কী হয় ? জনতাও প্রচারে প্রচারে উন্মত্ত হয়ে যায়, উন্মত্ত হয়ে দৌড়তে থাকে। দৌড়ে গিয়ে তারা গর্তে পড়বে, না কোথায় পড়বে তা খেয়াল করে না। যেমন করে অতবড় ঐতিহ্যময় দেশ জার্মানি ডুবে গেল। এই জার্মানি দেশটা ভারতবর্ষের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশ নয়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এতবড় একটা দেশের মানুষগুলোকে, জ্ঞানী লোকগুলোকে, পাগলের মতো খেপিয়ে তুলে হিটলার দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেল ! আর তারই পরিণতিতে আজ জার্মান জাতির কী অবস্থা! দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল, তার সে ইজ্জত চলে গেল।

কাজেই অন্ধতা কমিউনিস্টদের রাস্তা নয়। গরম করে দেওয়া, খামোকা উত্তেজিত করে দেওয়া, মগজটাকে গুলিয়ে দেওয়া, আলোচনায় অধৈর্য হওয়া, উত্তর না করে গালগালি করা — এগুলি প্রতিক্রিয়াশীলদের রাস্তা। যাদের আদর্শগত দুর্বলতা রয়েছে, তারাই উত্তেজনার রাস্তা নেয়, কেবল স্লোগান দেওয়ার রাস্তা নেয়, স্লোগান তুলে তত্ত্বকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যারা দুর্বল নয় তারা প্রশ্নের জবাব দেয়, প্রশ্নকে চাপা দেয় না, প্রশ্নের উত্তর দেয়। কাজেই আমার প্রথম বক্তব্য, বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল বলেই কি যুক্তফ্রন্ট

ভেঙেছে ? জোতদারের দল বলে তার সঙ্গে ঐক্য করা চলবে না, এই যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে জোতদারের পার্টি কি সে আজকে হয়েছে ?

দ্বিতীয়ত, কোনও নীতিগত কারণে বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়নি। কোনও নীতিগত প্রশ্নে সিপিআই(এম) আর বাংলা কংগ্রেসে বিরোধিতা ঘটেনি। বরং নীতিগত বহু প্রশ্নে সিপিআই(এম), বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে আমাদের বিরোধিতা করেছে। যেমন পুলিশ বাজেট বাড়ানোর প্রশ্নে। পুলিশ বাজেট বাড়ানোর প্রশ্নে চিরকালই আমাদের বক্তব্য ছিল, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধারক ও বাহক বলে যে পুলিশকে বলা হয়, সেই পুলিশের জন্য বাজেট বাড়ানো আমরা কোনও মতেই সমর্থন করতে পারি না। কংগ্রেস আমলেও কংগ্রেস একটানা পুলিশ বাজেট বাড়িয়ে গেছে কোন যুক্তিতে? না, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য, সমাজবিরোধীদের দমন করার জন্য, অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি যেসব যুক্তি ডেসপটরা দেয়, শয়তানরা দেয়, সেইসব যুক্তিতে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থায় সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এই অজুহাতেই পুলিশ বাজেট বাড়ানো হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আর গুণ্ডা দমনের অজুহাতে পুলিশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বরাবর কংগ্রেস পুলিশ বাজেট বাড়িয়ে গেছে। আসল কথা হল, জনগণের উপর কংগ্রেস আস্থা হারিয়েছিল, কাজেই গণআন্দোলনকে দমন করতে হলে, নিজেদের গদিটাকে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব করতে হলে পুলিশ বাজেট বাড়ানো ছাড়া তাদের আর অন্য পথ খোলা ছিল না। তাই গণআন্দোলন দমনের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে, 'গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের দমন করতে হবে', এই যুক্তি খাড়া করে কংগ্রেস পুলিশ বাজেট বাড়িয়েছে। তা এ তো স্বৈরাচারী শাসকদের রাজনীতি, শয়তানদের রাজনীতি, প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনীতি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যে বিপ্লবীরা ইলেকশনে গিয়ে সরকার গঠন করে সরকারকে গণআন্দোলনের সুদৃঢ় সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তারা কি পুলিশের শক্তি বাড়ানোর জন্য পুলিশের বাজেট বাড়ায়? অথচ জ্যোতিবাবুও তাঁর পুলিশের শক্তি বাড়ানোর জন্য বাজেট বাড়ানোর সুপারিশ করলেন ঠিক সেই একই যুক্তিতে যে, 'সমাজবিরোধীদের, গুণ্ডাদের দমন করতে হবে'! শুধু একটু টুইস্ট করে (ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে) বললেন, তাঁরা নিজেরা তো সমাজবিরোধী বাড়ার জন্য দায়ী নন। অর্থাৎ, তিনি বলতে চাইলেন, এর জন্য কংগ্রেস দায়ী, কারণ কংগ্রেস বিশ বছর ধরে সমাজবিরোধী তৈরি করেছে, তাদের পোষণ করেছে। তাই সব দায় পড়ল গিয়ে কংগ্রেসের ঘাড়ে। অর্থাৎ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পুলিশ বাজেট বাড়ানোর মূল প্রশ্নটাকেই জ্যোতিবাবু ঘুরিয়ে দিলেন। প্রশ্ন ছিল, পুলিশ বাজেট না বাড়ানোর, আর তিনি বললেন, কংগ্রেসের জন্য সমাজবিরোধী বেড়েছে।

কী অদ্ভুত রাজনীতি! কী অদ্ভুত যুক্তি করার ভঙ্গি! কংগ্রেস দেশকে সর্বস্বান্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু আমরা যদি দেশের নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের চেতনা, গণআন্দোলনের আদর্শবাদ, গণআন্দোলনের নৈতিকতা, রাজনৈতিক কর্মীদের চারিত্রিক সততা, মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া — এইগুলি তুলে ধরতে পারতাম, তাহলে সমাজের উপর তার একটা প্রভাব পড়ত। কিন্তু এইরকম যুক্তির কারচুপি, যা জ্যোতিবাবুর মতো একজন নেতার মুখ থেকে দেশের মানুষ পেলেন, এই রকম যত রকমের কারচুপি, যত রকমের শয়তানি, যত রকমের মিথ্যাচার এনে দিয়ে আমরা কি দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিনি? কংগ্রেস নিশ্চয়ই করেছে, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব তো আমরা এড়াতে পারি না। আমাদের কাজ আমরা করিনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সে নৈতিকতা আমরা তুলে ধরতে পারিনি। একাজ যারা করবে, আগে তাদের নিজেদের চরিত্রের পরিবর্তন আনতে হবে। সমস্ত দুর্বলতাকে পরাস্ত করার মতো সৎ সাহস তাঁদের চাই। জ্যোতিবাবুদের কাছ থেকে সেটা আশা করা অন্যায়। আমি আশা করি না।

আমি বলেছি বহুবার যে, তাঁরা দুর্নীতি দুর্নীতি করে চেঁচাচ্ছেন, অথচ '৬৬ সালের একটা বক্তৃতায় এ ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলেছিলাম, পড়ে দেখবেন। তখনও আমরা ক্ষমতায় আসিনি। আমি বলেছিলাম যে, তাঁরা বলছেন, দুর্নীতির জন্য কংগ্রেস দায়ী, কারণ দুর্নীতি কংগ্রেস এনেছে। এ কথাগুলো ঠিক, কিন্তু এইটাই সবটুকু নয়। পুরো সত্য এর মধ্যে নেই। আমি বলেছিলাম, করাপশন হ্যাজ বিকাম দ্য ন্যাশনাল ক্যারেকটারিস্টিক (দুর্নীতি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে)। কংগ্রেস তো ক্ষমতায় গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, স্বাধীনতা লড়াইয়ের সময় নয়। কিন্তু বামপন্থীরা তো ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই, বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেই কর্মীদের নৈতিক অধঃপতন, চারিত্রিক অধঃপতন, রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক অধঃপতনের যে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তাতে দুর্নীতি তো আমাদের ঘরে ঘরে। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখুন। কাজেই

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন? এ প্রসঙ্গ না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, জ্যোতিবাবু কংগ্রেসি কায়দায়, স্বৈরাচারীদের কায়দায়, সমাজবিরোধী দমনের অজুহাত তুলে বললেন, পুলিশ বাজেট বাড়াতে হবে। আমরাই তখন তার প্রতিবাদ করেছি, আমরাই তার বিরোধিতা করেছিলাম। বাংলা কংগ্রেস বরং সমর্থন জানিয়েছিল তাঁদের।

আমরা বলেছিলাম, গণআন্দোলনের উপর নির্ভর করে চলছে যুক্তফ্রন্ট। ফলে তাকে তো আর আজ পুলিশ দিয়ে গণআন্দোলন দমন করতে হবে না। যুক্তফ্রন্ট তো পুলিশের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিজেরাই যদি নিজেদের না ডোবায়, তাহলে জনশক্তির যে সমর্থনের উপর যুক্তফ্রন্ট দাঁড়িয়ে আছে, স্বয়ং ঈশ্বর এলেও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না। তাই পুলিশের উপর তো যুক্তফ্রন্টকে নির্ভর করতে হবে না। তাহলে, গণআন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশের যে ক্ষমতা কংগ্রেস বাড়িয়ে গিয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অর্ধেক করে দেওয়ার দরকার ছিল। সত্যিই কি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনের জন্য পুলিশের শক্তি আর বাড়ানোর দরকার ছিল? এটা জ্যোতিবাবুরা সব দিক থেকে বিচার করে দেখেছিলেন? দেখেননি। তা না করে ঐ স্বৈরাচারীদের, শয়তানদের যুক্তিতেই তাঁরা পুলিশ বাজেট বাড়ালেন। আমরা বিরুদ্ধতা করলাম। বাংলা কংগ্রেস সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে গেল। সিপিআই(এম)-এর মন্ত্রী কলকাতায় একশো কুড়িটার উপর মদের দোকানের লাইসেন্স ঢালাও ইস্যু করে গেলেন। আমাদের দল তার বিরোধিতা করেছে। বাংলা কংগ্রেস করেনি। পঁচাত্তর বিঘা থেকে জমির সিলিং কমানোর প্রস্তাব আমরা দু'চারটি বামপন্থী দল করেছিলাম। সিপিআই(এম) আর বাংলা কংগ্রেস দু'দলই তার বিরোধিতা করেছিল। তাহলে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কোথায় সিপিআই(এম)-এর নীতিগত পার্থক্য? কোথায় সে ঘটনা বা উদাহরণ, যে সিপিআই(এম) কোনও একটা নীতি চালু করতে গেছে, বাংলা কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেছে? বা, সিপিআই(এম) একটি কৃষিসম্পর্কিত বিল চালু করতে গিয়েছিল, বাংলা কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেছে? এখন হাজারটা গল্প বানিয়ে তাঁরা ছাড়তে পারেন, কিন্তু সে কোন বিল, নাম বলুন তাঁরা, কোন সে নীতি, কোন সে নিয়ম তাঁরা চালু করতে গিয়েছেন যা বাংলা কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে? বরঞ্চ যুক্তফ্রন্টকে আড়াল করে বিড়লার সঙ্গে সিপিআই(এম) সমঝোতা করেছে, চুক্তি করার চেষ্টা করেছে, গোপন চুক্তি করবার চেষ্টা করেছে। যুক্তফ্রন্টকে যে ঐতিহ্য, যে সংগ্রামের উপর, যে নৈতিকতার উপর আমরা গড়ে তুলতে চাইছিলাম, জনসাধারণ চাইছিল, তার উপরে সিপিআই(এম) আঘাত করেছে। আর কী করেছে? পুলিশ বাজেট বাড়িয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তাদের সাপোর্ট বাড়ানোর জন্য, তাদের খুশি করার জন্য দশটা টাকা তাদের পাইয়ে দিয়েছে। এই তো? দেশের কথা, দেশের বেকারদের কথা, চাষবাসের উন্নতির কথা, গরিব চাষীর কথা — কোনও কিছুই তাদের বাজেট ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়নি।

তাহলে, বাংলা কংগ্রেস কি কোনও নীতিগত বিরোধের কারণে বেরিয়ে গেছে? বাংলা কংগ্রেস বেরিয়েছে উত্যক্ত হয়ে। বাংলা কংগ্রেসের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে সিপিআই(এম) অনেক উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। অজয়বাবু যখন বেরিয়ে গেলেন তখন তাঁর সম্পর্কে ওদের প্রচার দাঁড়াল — 'ঐতো উনি ১৯৬৭ সালে এ রকম করেছিলেন, আবার পদত্যাগ করে এরকম করলেন', ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কিছু লোক আছে যাঁরা এই উল্টোপাল্টা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বলতে থাকেন, হ্যাঁ, অজয়বাবুর এটা ঠিক হয়নি, অন্যায় হয়েছে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের প্রতি আমার অনুরোধ, ঠিকই অজয়বাবুদের একাজ উচিত হয়নি, অবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে, অন্যায় হয়েছে। আমরা এ কাজ সমর্থন করি না। কিন্তু এই আলোচনা করে আপনারা, আসলে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে যাদের রাজনীতির জন্য, যাদের ঐক্য বিনষ্টকারী কার্যকলাপের জন্য উত্যক্ত হয়ে বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে গেল, যদি তাদের অপরাধটিকে, কু-রাজনীতিটাকে আলোচনা না করেন, যদি তাদের চেপে না ধরেন, তাহলে আবার যদি কোনও দিন ঐক্য গড়ে ওঠে, তাদের সঙ্গে ঐক্য হয়, তাহলে তখনও কিন্তু মূল যে কারণটা যুক্তফ্রন্টের ঐক্যে ফাটল ধরালো, সেই ফাটল ধরানোর রাজনীতিটা, তার শক্তিটা থেকেই যাবে, তাকে দূর করতে পারবেন না।

এটা কী ধরনের ঘটনা যে, পাড়ার ভিতরে কতকগুলো লোক উৎপাত করছে, গুণ্ডামি করছে, কখনও বাড়ির মধ্যে ঢুকে শাসানি, হামলা, এমনকী মারধর পর্যন্ত করছে, ঘরদোর তছনছ করে দিচ্ছে, কিন্তু যাঁর বাড়িতে হামলা হচ্ছে তিনি পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ সাহায্য দিচ্ছে না, দিলেও নামমাত্র দিচ্ছে, বা দেওয়ার নাম করেও বাস্তবে কার্যক্ষেত্রে কিছু করছে না। ঘটছে না এরকম ঘটনা? সর্বত্র ঘটছে। ধরুন, এইরকম একটা

অবস্থায় হামলায় আক্রান্ত সেই ব্যক্তিটি চূড়ান্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে লড়াইয়ের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আপনারা যাঁরা বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখেছেন তাঁরা যদি তখন আলোচনা করতে বসেন এবং বেরিয়ে যাওয়া লোকটির উপরেই দোষ চাপিয়ে বলতে থাকেন, ও কেন বিবাগী হয়ে গেল, তাহলে যারা গুন্ডার কাজ করছিল, গুন্ডামি করছিল, যাদের গুন্ডামির কারণেই সে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হল তাদের সে গুন্ডামিকে, অপকর্মকেই পুরস্কৃত করা হয় না কি ? এর দ্বারা আসল সত্যটাকে চাপা দেওয়া হয় না কি ?

তৃতীয়ত এ বিষয়ে আমি আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। তা হচ্ছে, সিপিআই(এম)-এর মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবটা কী ? কথায় কথায় জ্যোতিবাবু তো লোকেদের এই কথা শোনান যে, তাঁরা একটা দায়িত্ববান পার্টি। খুব ভাল কথা! কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার মনে আসছে। তা হচ্ছে, এই দলের নেতারা কি নিজেদের দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবটা পড়েন? নাকি তাঁদের দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব লেখেন একদল পণ্ডিত লোক, নেতারা তা পড়েও দেখেন না। রোজ যখন কথা বলেন, বক্তৃতা দেন, আচরণ করেন, লেকচার দেন তখন খেয়ালও করেন না, তাঁদের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবটা কী?

তাঁদের কংগ্রেসে গৃহীত মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তরকে বলা হয়েছে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, যে বিপ্লব তাঁরা করবেন বলে বলেন। তাঁরা বলছেন, সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় পুঁজিপতি এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবই হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় পুঁজিপতি এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই যে বিপ্লব হবে, সে বিপ্লবের সহযোদ্ধা কারা? এখানে বিপ্লবের কো-রিলেশন অব ফোর্সেস (শ্রেণীবিন্যাস) বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, এ বিপ্লবে শ্রমিক, চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্তের সাথে জাতীয় বুর্জোয়া এবং ধনী চাষী হচ্ছে বিপ্লবের মিত্র শক্তি। এই ধনী চাষী বলতে তাঁরা কাকে বলেন ? গ্রামে যারা ধনী চাষী, তাদেরই তো জোতদার বলা হয়। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে জোতদার কারা? জোতদাররা তো সেই ধনী চাষীরাই। তাহলে, সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ীই এই ধনী চাষীরাই, অর্থাৎ জোতদাররাই সেই বিপ্লবের সহযোদ্ধা। তাহলে তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলা কংগ্রেস যদি জাতীয় বুর্জোয়ার দলও হয়, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দলও হয় এবং জোতদারের পার্টিও হয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই পর্যন্ত বহুদূর এই ধনী চাষীরা, মানে জোতদাররাও তাদের সহযোদ্ধা। এ কথা তাঁরাই তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলেছেন। তাই আমার অবাক লাগে যে, জোতদারের দল হলে আমাদের, আমরা যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলি, তাদের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু সিপিআই(এম)-এর আপত্তি হবে কেন?

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা ভাবা হচ্ছে, সেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, আর সিপিআই(এম)-এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তের যে ফ্রন্ট, এই দুটো ফ্রন্ট তো এক নয়। দেশ যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের প্রস্তুতির পথে এগোচ্ছে তখনকার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেহারা একরকম, আর গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে চলতে যখন তা সংগঠিত সংঘবদ্ধ রূপ নিয়েছে, যখন একটার পর একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সংগঠন দানা বেঁধে উঠেছে, বিপ্লবের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে, তখন ফ্রন্টের চেহারাটা কী? সে ফ্রন্ট হচ্ছে বিপ্লবের আগের মূহূর্তে শ্রেণীগুলোকে, অর্থাৎ সমগ্র 'জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' যে শ্রেণীগুলি সেই শ্রেণীগুলিকে নিয়ে গঠিত ফ্রন্ট। অর্থাৎ বুঝতে হবে, তখন শ্রমিক, চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া এবং ধনী চাষীর উপরে কমিউনিস্ট পার্টির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হবে। অর্থাৎ, একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যাদের উচ্ছেদ করা হবে, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি বা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, এই দুইয়ের মাঝখানে জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য যত মেকি বিপ্লবী দল আছে, গণতান্ত্রিক এবং সমাজবাদী পার্টি আছে, সেই পার্টিগুলোর যে বিচ্ছিন্ন প্রভাব রয়েছে জনশক্তির উপর সে সম্পর্কে জনতার মোহমুক্তি ঘটিয়ে, সেই দলগুলোকে জনশক্তি থেকে আইসোলেট (বিচ্ছিন্ন) করে, যখন বিরাট জনশক্তিকে কমিউনিস্ট পার্টির একক নেতৃত্বের অধীনে আনা সম্ভব হবে, একমাত্র তখনই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রয়োজন নিঃশেষিত হবে। অর্থাৎ তখন আর যুক্তফ্রন্টের মতো কোনও ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, তখন হবে সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াই। তাহলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াই করার মতো অবস্থা না আসছে, শ্রমিক, চাষী, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের উপর দলের নেতৃত্ব কায়েম করে মেকি পার্টিগুলোকে জনতা

থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ সম্পূর্ণ না হচ্ছে, ততক্ষণ সিপিআই(এম)-এরই রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরে, অর্থাৎ 'যুক্তফ্রন্ট' রাজনীতির বর্তমান স্তরে গড়ে উঠেছে, তার তাৎপর্য রয়েছে, প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমতাবস্থায় বিষয়টা ভেবে দেখুন। ওঁদের দলের কর্মী, সমর্থক ও নেতারা যদি কেউ এখানে উপস্থিত থাকেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, আমাদের সম্পর্কে যত শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবই আপনাদের থাকুক না কেন, আপনারা আমাদের যাই মনে করুন, ফ্যাসিস্ট মনে করুন, জোতদারের দল মনে করুন, পুঁজিপতিদের দালাল মনে করুন, কিন্তু একবার ভেবে দেখুন যে, আপনাদেরই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ী যে শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসাবে শ্রেণীগুলোকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই সহযোগী শ্রেণীগুলিকে নিয়ে 'জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' বা 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট' গড়ার যে প্রস্তাব আপনারা নিয়েছেন, সেই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টে তো জাতীয় বুর্জোয়ারাও থাকতে পারে এবং জোতদাররাও থাকতে পারে।

তা নাহলে বলতে হবে, আপনাদের রাজনৈতিক প্রস্তাব আপনারা পাল্টেছেন। কারণ একথাটা সকলেই জানেন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোনও ফ্রন্টেরই চরিত্র হচ্ছে শ্রেণীচরিত্র, তা সে যুক্তফ্রন্টই হোক, ন্যাশনাল ফ্রন্টই (জাতীয় ফ্রন্টই) হোক, আর প্রোলেটারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্টই (সর্বহারা যুক্তফ্রন্ট) হোক। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের ক্লাস অ্যালায়েন্স-এর (শ্রেণীগত ঐক্যের) যে সর্বহারা ইউনাইটেড ফ্রন্ট হয়, সেটা যেমন শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে যে জাতীয় ফ্রন্ট হয় সেটাও শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট। শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের মার্কসবাদী তাৎপর্য এই। এটাই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের একমাত্র মার্কসবাদী ব্যাখ্যা। তাহলে সিপিআই(এম) যে বিপ্লবের কথা বলছে, সেই বিপ্লব তো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কাজেই তত্ত্বগত দিক দিয়ে তাদের বিপ্লব যদি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়, তাহলে তাদের শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টে তো জাতীয় বুর্জোয়া এবং জোতদাররা থাকতে পারে। যে বিপ্লবটির কথাটা সিপিআই(এম) নেতারা তাঁদের সম্মেলনে বলেছেন, সেটা যদি তাঁরা যথার্থই মিন (বিশ্বাস) করেন, তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবটা যদি কাগজে লেখার জন্য না থাকে, যদি বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য থাকে, সেটা যদি সত্য হয়, তাহলে জোতদারদের দলের সঙ্গে মিলতে সিপিআই(এম) নেতাদের তো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। আমাদের বরঞ্চ আপত্তি হবে, কারণ আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী। তাহলে এটাতো তাঁদের কোনও কার্যকরী কথা নয় যে, 'ওরা জোতদারের পার্টি, ওরা প্রতিক্রিয়াশীল'। জোতদাররা তো তাঁদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরে প্রতিক্রিয়াশীল নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং ধনীচাষীরা তো তাঁদের বিপ্লবের সহযোদ্ধা, হতে পারে তারা ভ্যাসিলেটিং অ্যালি (দোদুল্যমান মিত্র), কিন্তু বিপ্লব পর্যন্ত তারা তাঁদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি। তাহলে এটা কী রকম কথা যে, তাঁদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি সেই জোতদারদের বিরুদ্ধেই তাঁরা লড়ছিলেন এবং আন্দোলন চলতে চলতে এখন তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট করার কথা বলছেন ?

দেখুন, কী রকম পরস্পরবিরোধী কথা ! আর দেখুন, তাঁদের কর্মীরা একবাক্যে অন্ধের মতো তাই মেনে চলেন। ফ্যাসিজমের লক্ষণ আপনারা জানেন যে, সেখানে এতটুকুও যুক্তিবিচারের জায়গা নেই। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির উপর সিপিআই(এম)-এর হামলার সমর্থনে প্রমোদবাবু থিসিস দেন — জোতদারদের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়ছিলেন, আর যুক্তফ্রন্টের এই দলগুলি জোতদারের পার্টি, তাই এদের সঙ্গে সিপিআই(এম) -এর লড়ালড়ি লেগেছে। আর এই জন্যই এই দলগুলি সিপিআই(এম)-এর বিরোধিতা করছে। তাই আজ আর যুক্তফ্রন্টের কোনও কার্যকারিতা নেই। এখন শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। এই হল প্রমোদবাবুর নয়া থিসিস। আর একে স্বীকার করে নেন তাঁদের দলের কর্মী-সমর্থকরা অন্ধের মতো। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই নয়া থিসিস তাঁরা তাঁদের পুরনো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্তাব বাতিল করে গ্রহণ করলেন কবে, তাতো আমরা জানি না। দেশের মানুষকেও তাঁরা জানাননি। জানলে, তাঁদের একথা আমরা বুঝতে পারতাম এবং অন্যদিক থেকে বিচার করতাম। প্রশ্ন করতাম, এই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টটা আসলে কী? আগেই বলেছি যে, এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনও ফ্রন্টই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট ছাড়া হয় না। কিন্তু প্রমোদবাবুর মতে হয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এমন ফ্রন্ট হয়, যা শ্রেণীভিত্তিক নয়। শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট বলতে এখন উনি বাস্তবে যা বলছেন, রাজনৈতিকভাবে সেটার একটাই মানে হয় তা হচ্ছে, সর্বহারা যুক্তফ্রন্ট। আর তাই যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তাঁদের বিপ্লবটা তো আর জনগণতান্ত্রিক থাকে না! এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আপনাদের সামনে রাখছি। ওঁদের ভাষায় ওঁরা বলছেন, যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এখন

শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়তে হবে। তাহলে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট বলতে ওঁরা যেটা বলছেন তার মানে দাঁড়ায়, ওঁদের পার্টির নেতৃত্বে সঠিক বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলে মেকি পার্টিগুলো সব জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তাঁদের নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো ক্ষমতা দখলের লড়াই সরাসরি শুরু করার সময় এসে গেছে, পার্লামেন্টারি রাজনীতি সম্পর্কে জনতার মোহমুক্তি ঘটে গিয়েছে। তাহলে আবার 'ছ-সপ্তাহের মধ্যে ইলেকশন চাই' বলে তাঁরা চেঁচাচ্ছেন কেন?

এ কথাগুলো আলোচনা করছি এই জন্য যে, এতবড় একটা দল, অন্যেরা যে যাই ভাবুক, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের দল মনে করে যে, এতবড় একটা দল, আজও তার অন্তত পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটা মস্ত বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা মনে করি, সম্মিলিত আন্দোলনে যদি তাঁরা এবং আমরা আবার একত্র না হতে পারি, ওঁদের রাজনীতির ভুলেই হোক, অথবা আমাদের রাজনীতির ভুলেই হোক, যদি আমরা নিজেরা পরস্পর লড়ালড়ি করি, তাহলে ফলটা মারাত্মক হবে। গণআন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হবে। জনশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হবে। মানুষ হতাশার মধ্যে পড়বে। আর তার ফাঁক দিয়ে, গোলওয়ালকরের মতো যে বাঘটা ওত পেতে রয়েছে তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আসর জমাবে এবং চরমপন্থী রাজনীতি এ রাজ্যে মাথাচাড়া দেবে।* তাহলে, এ দুর্যোগ থেকে পশ্চিমবাংলাকে তো রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সেটার জন্যই এত কথা আলোচনা করা।

বিক্ষোভ আমাদেরও যথেষ্ট আছে, মার আমরাও খেয়েছি। সিপিআই(এম)-এর রাজনীতির একটা লাইনও আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু তবুও আমি মনে করি, গণআন্দোলনের শক্তি হিসাবে তারা আজও কাজ করছে, তার কার্যকারিতা আজও আছে। কিন্তু সিপিআই(এম) যে রাজনীতির চর্চা করছে তা তো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য ধ্বংস করার রাজনীতি, মারাত্মক রাজনীতি, যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রক্ষার পরিবর্তে তাকে ভিতর থেকেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। সেটা তারা সচেতনভাবে করছে, জেনে বুঝে করছে, না অজ্ঞাতসারেই করছে, সেসব প্রশ্ন গৌণ। আমরা দেখছি, ওদের রাজনীতিটি এমন যে, এমনটা না করে তারা পারে না। আর এইভাবেই প্রমোদবাবুরা ডোবাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের রাজনীতির স্ববিরোধিতা কী অদ্ভুত! 'মার্কসবাদী' প্রমোদবাবু আমাদের ঠাট্টা করে বলেন, আমরা নাকি 'আগ-মার্কা' কমিউনিস্ট, মানে 'খাঁটি'। আমরা তো বলিই যে, আমরা খাঁটি। তাই উনি বিদ্রুপ করে এ কথাটা বলেন, আমাদের কানে আসে। তাঁরা আমাদের বলেন, ওটা তো একটা 'আগ মার্কা' পার্টি। বলুন, যত ইচ্ছা বিদ্রুপ করুন, কিছু যায় আসে না। ব্যাঙের ছাতার মতো আমরা গজিয়েছিলাম — এও তো আমরা অনেক দিন শুনেছি, অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি। শুনতে শুনতে আজ আমরা পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নিজেদের শক্তিতে, আদর্শের জোরে, নিষ্ঠার জোরে একটা জায়গা করে নিয়েছি। কারোর কথায় কিছু আসে যায় না। বিদ্রুপ করে, মিথ্যা রটনার দ্বারা কিছু লোককে কিছুদিনের জন্য বিভ্রান্ত করা যায়, মানুষকে চিরকাল বিভ্রান্ত করা যায় না। জার্মানিতে গোয়েবলসের রাজনীতি অন্তত দশটা-বারোটা বছরের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে জার্মানির সর্বনাশ করেছে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে, বা জার্মানির মানুষকে চিরকাল বিভ্রান্ত করে রাখতে পারেনি। তাই বিদ্রুপে আমাদের কিছু আসে যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমরা প্রমোদবাবুকে, তাঁর দলের কর্মীদের এবং জনসাধারণের সামনে বিচারের জন্য রাখতে চাই। আমি আগেই বলেছি, রাজনীতি এবং তত্ত্বের আলোচনা হলে তাঁদের খারাপ লাগলে তো চলবে না। প্রমোদবাবুরা বলছেন, ফ্রন্টের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ যে যুক্তফ্রন্ট আমরা গড়ে তুলেছিলাম তার কার্যকারিতা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে আমার প্রশ্ন, নানান গণতান্ত্রিক শক্তি, মেকি সমাজবাদী, মেকি মার্কসবাদীদের সঙ্গে তাঁদের মানে সিপিআই(এম)-এর মতো 'সাচ্চা মার্কসবাদী' পার্টির গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যেটা গড়ে উঠেছিল, সে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? প্রয়োজন তো ছিল এটাই যে, বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব জনগণের বৃহত্তর অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ জনগণের উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেন্টারি রাজনীতির কার্যকারিতা থেকে গেছে, যেটা নকশালপন্থীরা বিশ্বাস করে না। নকশালপন্থীরা বিশ্বাস করে না যে, এদেশে পার্লামেন্টের একটা অস্তিত্ব আছে, পার্লামেন্টারি রাজনীতি বা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা অবস্থান আছে। অথচ বাস্তবে এটা

---

* আর এস এস-জনসংঘ-বিজেপি'র উত্থান সম্পর্কে তাঁর এই ঐতিহাসিক সতর্কবাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে।

একটা ঘটনা যে, এদেশে পার্লামেন্টারি রাজনীতি অবস্থান করছে। কতটা এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু পার্লামেন্টারি মোহ, যাকে আমরা বলি ভোটের রাজনীতির মোহ, জনগণের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

বিপ্লবীরা, মার্কসবাদীরা সবাই বলেন, ভোটে কিছু হবে না। আমরাও তাই বলি। আমরা, যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলি কক্ষনো বলি না যে, আমরা ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি বা বিপ্লব আমরা চাই না। এ কথাটা আমরা কেউ বলি না। কারণ বললে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মানুষ থেকে আমরা তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। কেউ যদি ভোটের রাজনীতির চোরাগলিতে পা দিয়েও থাকি, মুখে অন্তত বিপ্লবকে আমাদের জপতেই হবে। এ না করে কোনও উপায় নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন থাক। এখন দেখা যাক, এ বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব কী বলে? মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বলে যে, মার্কসবাদীরা পার্লামেন্টে যায় এজন্য যে, জনগণের মধ্যে পার্লামেন্টারি মোহ রয়েছে। এই যে পার্লামেন্টারি মোহ কথাটা বলা হয়, এ কথার মানে কী? এ কথার মানে হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শক্তির উপর, শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্ত ও বিপ্লবের সহযোদ্ধা শ্রেণীগুলির উপর এখনও মেকি গণতন্ত্রী, মেকি সমাজতন্ত্রী, মেকি বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, এবং তারাই এই পার্লামেন্টারি মোহ বিস্তার করে রেখেছে। তার মানে, জনগণের বিপ্লব করবার পরিস্থিতি তখনও গড়ে ওঠেনি, বা বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সরাসরি ক্ষমতা দখলের পূর্বমুহূর্তে ফ্রন্টের যে চরিত্র হয়, তেমন একটা ফ্রন্ট তৈরি করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই স্তরে এখনও আমরা রয়েছি, যে স্তরে পার্লামেন্টারি রাজনীতি সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটানোর জন্য নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে, ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সরকার গঠন করতে হবে, সরকার গঠন করে সেই সরকারকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে যথাসাধ্য ব্যবহার করতে হবে। পুলিশকে রেস্ট্রেইন (সংযত) করে ফ্রন্টকে গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এই জন্যই তো আমরা নির্বাচনে যাই, ভোটে দাঁড়াই। তাহলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বলছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্ত বা বিপ্লবের সহযোদ্ধা শ্রেণীগুলো থেকে মেকি গণতন্ত্রী, মেকি সমাজবাদী, মেকি বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলে ভোটে অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু প্রমোদবাবুরা একদিকে বলছেন, যুক্তফ্রন্ট মানে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে স্তরে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল সে স্তর পার হয়ে গেছে। আর এই মধ্যবর্তী পার্টিগুলো — মানে সিপিআই(এম)-এর ভাষায় আমরা, যারা অন্যান্য বামপন্থী দল তারা, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে চলে গিয়ে গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। মানে, বিপ্লবী জনগণ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন যে শোষক সম্প্রদায়কে বিপ্লবী মার্কসিস্ট পার্টি উচ্ছেদ করবে তার মাঝখানে আমরা কতকগুলো কমপ্রোমাইজিং ফোর্স (আপসকামী শক্তি) রয়ে গেছি, যারা বিপ্লব আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আপস করে জনতাকে বিভ্রান্ত করে পার্লামেন্টারি মোহ বিস্তার করছিলাম, ওদের তত্ত্ব অনুযায়ী সেই দলগুলি, মানে আমরা সব এক্সপোজড্ হয়ে গেছি। আমাদের সঙ্গে ওঁদের বিরোধ এই নিয়ে যে ওঁরা বলছেন, সেই পার্টিগুলোর থেকে বা গণআন্দোলন থেকে সিপিআই(এম) বিচ্ছিন্ন হয়নি, গণআন্দোলন থেকে আমরা সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। জনগণের উপর সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং ক্ষমতা দখলের পূর্বমুহূর্তের সেই বিপ্লবী ফ্রন্টের অধীনে জনগণের সমাবেশ ঘটেছে। আবার অন্যদিকে সেই সিপিআই(এম)ই স্লোগান তুলছে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইলেকশন চাই !

তার মানে, তাঁরা নিজেরাই বলছেন, জনগণের মন থেকে ইলেকশনের মোহ কাটেনি। আর কাটেনি বলেই তাঁদের ভোটে অংশগ্রহণ করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, পার্লামেন্টারি রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে। অথচ ইলেকশনের মোহ কাটেনি, এই কথার দ্বারা তাঁরাই আবার স্বীকার করছেন যে, যে পার্টিগুলোর সঙ্গে তাঁরা ঐক্য নষ্ট করে দিলেন, তাদের প্রভাব আজও জনতার উপর বিস্তৃত। কারণ, তাদের প্রভাব আছে বলেই জনতার মধ্যে পার্লামেন্টারি মোহ আছে। এ কথার মানে দাঁড়ায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই স্তরে আজও তাঁরা আছেন, আমরা রয়েছি, যে স্তরে যুক্তফ্রন্ট বা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কার্যকারিতা আছে। তাহলে কোন কথাটা তাঁদের ঠিক ? এই কি তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ? না কি, তাঁদের মনে যা আসে তাই তাঁরা বলছেন? তা, এইসব ব্যক্তি বিপ্লবের নেতা ! যদি এতবড় একটা পার্টির, যার উপর কত কিছু

নির্ভর করে, সেই পার্টির নেতৃত্বের মতো দায়িত্বশীল পদে যদি এইসব নেতারা বসে থাকেন, তাহলে সে দেশের রাজনীতি ঠিক পথে চলবে কী করে বলতে পারেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দলের কর্মীদের কাজ হচ্ছে, নেতারা যা বলছেন সেই অনুযায়ী কর্তা ভজে যাওয়া। দুঃখের সাথে, তাহলে আমি বলব, তাঁরা কীর্তনের দলে যোগ দিন, হরিনাম সংকীর্তন করুন — রাজনীতির, বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনীতির বিচার করবেন না, আলোচনা করবেন না।

আর একটা কথা। যুক্তফ্রন্ট, মানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, তার বাস্তব রূপটা কী? গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন স্তরে থাকলে তবে ইলেকশনে লড়াই চলে? যখন ইলেকশনে লড়তে আবার তাঁরা যাচ্ছেন, তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন স্তরে তাঁরা আছেন? এবং সেই স্তরে এইসব গণতান্ত্রিক পার্টি, মেকি সমাজবাদী বা তাঁদের কথা অনুযায়ী আমাদের মতো মেকি বিপ্লবী পার্টিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে জনশক্তিকে যদি তাঁদের পিছনে তাঁরা টেনে এনে থাকেন, তো তাঁদের সেই জনশক্তির চেহারা কী? যেমন ওয়ার্কার্স পার্টি, তাঁদের কৃপায় ভোট না পেলে যাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই; মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, না হয় সুধীন কুমারের* দল যাদের তুলে ধরে রাখলেও ডুবে যায়, এইসব হচ্ছে তাঁদের মিত্রশক্তি! আর যারা প্রকৃতই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি, তারা তাঁদের ফ্রন্টের থেকে বাইরে রয়ে গেল। এস ইউ সি আই সম্পর্কে তাঁরা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন। বলছেন, এস ইউ সি আই কী রকম হয়ে গেল, সে তো ভালই ছিল, মার্কসবাদী ছিল, আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেল। মানে তাঁদের বিরুদ্ধে যখন চলে গেল, তখন এস ইউ সি আই আর মার্কসবাদী নেই। কিন্তু এস ইউ সি আই কেন চলে গেল? কেন এস ইউ সি আই'র মতন একটা পার্টি, যে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় সমস্ত ঝঞ্ঝাট কাঁধে করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরা নিজেরা বরঞ্চ কেঁপেছিলেন, এই পার্টিটা ছোট হয়েও কাঁপেনি, সেই পার্টিটা কেন সরে গেল? তাহলে বন্ধুকে তাঁরা ধরে রাখতে জানেন না, এমন রাজনীতি তাঁরা করেন। তাঁরা নিজেরাই বন্ধুত্বকে নষ্ট করেন। সম্মিলিত আন্দোলনকে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভুল রাজনীতি আর কর্মীদের অন্ধ আচরণের দ্বারা জেনে হোক বা না জেনে হোক ভিতর থেকে নষ্ট করে দেন।

আর একটা কথা ভেবে দেখুন। সিপিআই(এম) নিজেদের মার্কসবাদী পার্টি বলে, বড় পার্টি বলে নিজেদের দাবি করে। তাদের দাবি যদি ঠিক হয়, তাহলে তারা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলুক, আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে স্তরে আমরা রয়েছি, সে স্তরে একক শক্তিতে কোনও পার্টি সমস্ত জনশক্তিকে তার পিছনে এনে বাকি পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এক্ষুনি গণআন্দোলনকে তার নিজের নেতৃত্বে পরিচালনা করতে পারে কি? তাহলে, এই সময়ে যুক্তফ্রন্ট যদি ভেঙে যায় কারোর কোনও ভুল রাজনীতির জন্য, তাতে যে দলটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল, যে দল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে তার হবে সবচেয়ে বড় লোকসান। কারণ বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া, যে পদ্ধতিতে সমাজে এটা গড়ে উঠবে, সেটা হল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো সম্মিলিতভাবে লড়াই করতে করতে, লড়াইয়ের রাস্তায় চলতে চলতে মেকি পার্টিগুলো, সেই লড়াইয়ের আলোকে জনশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে। এই বিচ্ছিন্ন করার যে বাস্তব রাজনীতি সেই রাজনীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাতে পারলে তবেই একদিন এগুলি বিচ্ছিন্ন হবে। আর তখনই ব্যাপক মানুষের মধ্যে বিপ্লবের সমর্থনে মানসিকতা গড়ে উঠবে, সমস্ত জনশক্তি সেই পার্টির নেতৃত্বে হুড়মুড় করে এসে দাঁড়াবে। কোনও আপসকামী শক্তি বা মেকি গণতন্ত্রীরা তাদের ইলেকশনের মোহ বিস্তার করে উল্টোপাল্টা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। এই হচ্ছে বিপ্লবী দলের কাছে যুক্তফ্রন্টের কার্যকারিতা। তা এই যে সব দলগুলো, যাদের সিপিআই(এম) নেতারা মেকি মার্কসবাদী বা মেকি বামপন্থী মনে করেন, যথার্থই কি গণআন্দোলনের উপর তাদের প্রভাব নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে? তাদের ভূমিকা কি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে? যদি হয়ে গিয়ে থাকে বলেই তাঁরা মনে করেন, তাহলে তো এটাই বুঝতে হবে যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর উত্তরণ করে সরাসরি ক্ষমতা দখলের সময় এসে গিয়েছে। তাহলে তো ইলেকশনে যাওয়ার প্রশ্ন আর আসতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের এ বিশ্লেষণ ঠিক নয়। আসলে কথাটা তাঁরা বলছেন, শুধু কর্মীদের সামনে বেকায়দায় পড়ে। যেমন বলা হচ্ছে, বাংলা কংগ্রেস জোতদারের দল। তাঁদের একটা কর্মীও প্রমোদবাবু বা

---

* আর সি পি আই-এর একটি অংশের নেতা

জ্যোতিবাবুর কাছে এই প্রশ্ন করেন না যে, ওটা যদি জোতদারের দলও হয়, সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুযায়ী তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করতে বাধা কোথায়? কারণ বাংলা কংগ্রেস তো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র হিসাবে ক্ষমতা দখলের লড়াই পর্যন্ত থাকতে পারে। আর এই যুক্তফ্রন্ট তো হচ্ছে মাত্র একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট। এ স্তরটি অতিক্রম করার পর তবেই না ক্ষমতা দখলের স্তরে পৌঁছানো যাবে! আর সরাসরি ক্ষমতা দখলের স্তরেই যদি তাদের, অর্থাৎ ধনী চাষী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মিত্র ভাবা যায়, তবে 'জোতদারের দল' বলে খেপিয়ে তোলা হচ্ছে কেন? আর এই জোতদারের দল কি বাংলা কংগ্রেস আজ হয়েছে? থাকলে আগেও ছিল। তবে তখন তাদের সঙ্গে ঐক্য করেছিলেন কেন?

তাই আমি সিপিআই(এম) নেতাদের কাছে আবার আবেদন করছি, তাঁরা ভেবে দেখুন, যুক্তফ্রন্ট গণআন্দোলনের একটা বাস্তবীকৃত ফল, গণআন্দোলনের একটা হাতিয়ার। এই যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে না পারলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যে পার্টি বিপ্লবের কথা বলবে, তা সে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক, বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক, জনশক্তিকে অন্যান্য মেকি পার্টিগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত করে, জনতাকে নিজের নেতৃত্বে পরিচালিত করে ফ্রন্টের রূপকে যে পাল্টে দিতে চায়, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সেই পার্টির কার্যক্রম এবং রাজনীতিটা কী রকম হবে? একই সঙ্গে তাকে দুটো কাজ করতে হবে। একদিকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকে গণআন্দোলনগুলো পরিচালনা করতে হবে, সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করতে করতেই আদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে মেকি পার্টিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই দুটো কাজ প্রমোদবাবুরা একসঙ্গে করতে পারেন না এবং দুটো কাজের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ ইউনিটি অব অপোজিটস (বিরোধী শক্তির মধ্যে ঐক্য) কথাটার যথার্থ তাৎপর্য তাঁরা বুঝতেও পারেননি, প্রয়োগও করতে পারেননি। যথার্থ মার্কসবাদী না হলে একে বোঝাও যায় না এবং রূপও দেওয়া যায় না। বিষয়টি আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে প্রস্তাবটা এই যুক্তফ্রন্ট ভাঙার আগে আমরা উপস্থিত করেছিলাম সেই প্রস্তাবের ভূমিকায় আমরা বলেছি, এই যে বিভিন্ন দলের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, দলাদলি, এর জন্য ফ্রন্ট ভেঙে গেল এ আমরা মানি না, বিশ্বাস করি না। কারণ দলে দলে মারামারি রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অনেক হয়েছে। অনুশীলন, যুগান্তর বা বিভিন্ন দল, তারা পরস্পর ফাটাফাটি করেছে। কিন্তু যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এসেছে তখন সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। তাদের মধ্যে ঐক্য ভাঙেনি। পার্টি পার্টিতে লড়ালড়ি সত্ত্বেও তো ঐক্য ভেঙে যায়নি এবং কোনও নীতিগত বিরোধেও ঐক্যে ফাটল ধরেনি।

আসল ব্যাপারটা হয়েছে এই যে, পুলিশকে, প্রশাসনযন্ত্রকে শিখণ্ডীর মতন কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে সামনে খাড়া রেখে সিপিআই(এম) অপর দলগুলোর সংগঠিত এলাকায় হামলা করেছে। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের নেতারা আর্গুমেন্ট (যুক্তি) করেন, পুলিশকে যদি তাঁরা কন্ট্রোল করে থাকেন, দলের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকেন, তবে অমুক জায়গায় তাঁদের কর্মী পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে কী করে? এরকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলেই আসল ঘটনা তাঁরা ধামাচাপা দিতে চান। সাধারণভাবে পুলিশ-প্রশাসনকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন বলে পুলিশ কোথাও তাঁদের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষে আসবে না, লড়ালড়ি করবে না, এ কোনও কাজের কথা? কাজেই ওসব উল্টোপাল্টা কূটতর্ক করে বাস্তব ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বাস্তব ঘটনা যেটা আজ সমস্ত মানুষ, সমস্ত দলগুলো বুঝতে পারছে, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ না রেখে যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে, তা হচ্ছে, সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে পুলিশ-প্রশাসনকে পেটি পার্টি ইনটারেস্ট-এ (সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে) ব্যবহার করা হচ্ছে।

পুলিশের কথায় আমি পরে আসছি। আগে আমি স্কুল কমিটিগুলির কথা বলি। সেখানে কী হয়েছে ? শিক্ষাবিভাগে কী হয়েছে? সমস্ত স্কুল কমিটি ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই সমস্ত জায়গায় তারা নিজেদের দলের লোক বসায়নি ? শিক্ষাবিভাগের সমস্ত ক্ষেত্রে সিপিআই(এম) দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেনি ? তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ ডেকে আনেনি ? সিপিআই(এম) নেতৃত্বের প্রতি আমার বক্তব্য, যুক্তফ্রন্ট তাঁরা বানিয়েছেন, তাঁরা বড় দল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রাখা তাঁদের দায়িত্ব। অথচ তাঁরা সরকারের গদিতে বসে ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করলেন, প্রিভিলেজ (সুবিধা) এমনভাবে নিতে আরম্ভ করলেন, যাতে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিরোধটা ডেকে

আনলেন, ফ্রন্টের মধ্যেকার ঐক্য ভাঙবার জন্য যদি কোনও শক্তি কাজ করে থাকে তাকে উস্কানি দিতে সাহায্য করলেন। তাহলে কি তাঁদের রাজনীতিটা ঠিক রইল, আর অন্যেরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙার কাজটা করল? নাকি তাঁদের রাজনীতির জন্যই যুক্তফ্রন্টটা ভাঙলো?

তাঁরা বড় পার্টি। যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনও তাঁদের, তাকে রক্ষার প্রধান দায়িত্বও তাঁদের। সেক্ষেত্রে সিপিআই(এম)-এর রাজনীতিটা কী হবে? যখন অন্যান্য পার্টিগুলো যাদের তাঁরা সত্যিকারের বিপ্লবী নয় বলে মনে করেন, সেইসব পার্টি হয়তো নানান প্রশ্ন তুলবে, প্রশাসনকে অপব্যবহার করবে, নানারকমভাবে ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাঁদের প্রভাবে যখন যুক্তফ্রন্টটা ঐক্যবদ্ধভাবে চলছে, তখন তাঁদের পার্টি কী করবে ? তাঁদের পার্টি তাকে রুখবে। অথচ তাঁরা কী করলেন? বড় দল হয়ে, প্রধান বিপ্লবী দল(!) হয়ে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য রক্ষা করা যা বিপ্লবের স্বার্থেই সবচেয়ে বেশি দরকার, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের স্তরে পৌঁছাবার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অপর দলগুলোর চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করার জন্য যা দরকার, সেটা তাঁরা করলেন না। ক্ষমতায় বসে আর তাঁদের তর সইল না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেই দলগুলোকে কপ্‌ করে গিলে খেতে চাইলেন। আর তারই জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে যখন যেখানে যেভাবে পারেন ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলেন। দেখবেন, বহু জায়গায় পাবলিকের মধ্যে একথা চালু আছে যে, স্থানীয় সিপিআই(এম) লিডাররা বা কর্মীরা নিজেরাই একেকজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। থানা, পুলিশ, ডি এম, এস ডি ও তাঁদের কথায় ওঠে বসে।

কংগ্রেসি আমলে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল। কী সে কথাটা? কথাটা হচ্ছে এই — কংগ্রেসের একজন লোকাল কমিটির মাতব্বর থানায় গিয়ে যেকোন কথা বললে, এস ডি ও'কে যা হয় অনুরোধ করলে তাঁরা সেগুলি ফেলতে পারতেন না। তাঁরা সেগুলি পালন করতেন। কারণ তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসকে আর ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। এই যে প্রভুকে সেবা করার একটা মানসিকতা, এটা আমাদের ব্রিটিশ আমলের লিগ্যাসি, ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার। কংগ্রেস সেটাকে বজায় রেখেছে, নিজের স্বার্থে। কেন? না, কংগ্রেস জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জনগণের উপর কংগ্রেস আস্থা হারিয়েছে। রাজনীতিকে, তত্ত্বকে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে জনতাকে তারা তাদের পিছনে রাখতে পারেনি। প্রশাসন যন্ত্রটাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস তার সংগঠনটাকে বিস্তৃত করে রাখতে চেষ্টা করেছিল। যে রাজনৈতিক দল রাজনীতির উপর, গণআন্দোলনের উপর নির্ভর করে, তাদের প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করার দরকার হয় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পরিষদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও বিপ্লবী দলের প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করা বা তার পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠন বাড়াবার সুযোগ নেওয়ার দরকার হয় না, যদি সেই দল বিপ্লবের তত্ত্বকে নিছক মুখে না বলে এবং জনতাকে তাদের দিকে ধরে রাখার জন্য নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে না ফেলে। বিপ্লবী হলে তো সেই দল তা করবে না!

কংগ্রেস যা করে চলেছিল তাতে পুলিশ অফিসাররা এবং আমলারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁদেরও এইভাবেই চলতে হবে। অনেকের হয়তো মনে আছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর ১৯৬৭ সালের ২৪শে এপ্রিলের মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকেও বলেছিলাম, তাঁরা দিল্লির লাড্ডু খাওয়াতে পারবেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু একটা কাজ অন্তত তাঁরা যদি করতে পারেন, তাহলে মস্ত কাজ হবে। তা হচ্ছে এই যে, যদি তাঁরা ঠিকভাবে চলেন, প্রশাসন আর পুলিশের লোকগুলো অন্তত বুঝবে যে, কর্তার সেবা করে নিজেদের আখের গোছানোর নীতিটা এখন থেকে তাঁদের ছাড়তে হবে। এ ঔপনিবেশিক মানসিকতা, ব্রিটিশদের কাছ থেকে যে মানসিকতা তাঁরা উত্তরাধিকার হিসাবে অর্জন করেছেন, সেইটি তাঁদের ছাড়তে হবে। যুক্তফ্রন্ট আসার সময় প্রথম প্রথম পুলিশ-প্রশাসন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎ পার্টির মনোভাব দেখেই তারা বুঝে নিল, এও কংগ্রেসের মতোই। তারা নিশ্চিন্ত মনে আগের লাইনেই চলল। বরং একটা বাড়তি সুবিধা তাদের হল। কংগ্রেসকে তোষামোদ করতে গেলে লোকে তাদের গালাগালি দিত, এখন সিপিআই(এম)কে তোষামোদ করলে 'প্রগতিশীল পুলিশ', 'জনগণের সেবক' হওয়া যায়। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই, আর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব সরকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি পুলিশের শ্রেণীচরিত্রটাই পাল্টে গেল! পুলিশ নাকি তারা ক্ষমতায় আসার পর 'জনতার সেবার যন্ত্রে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে ! এমন মার্কসবাদ কোথা থেকে এল, কোন মার্কসবাদী তত্ত্বে এমন কথা আছে, আমি জানি না। সিপিআই(এম) পুলিশদপ্তর হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের শ্রেণীচরিত্র কী করে পাল্টে গেল? তাহলে কাল যদি ভোটে জিতে তারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, তখন মিলিটারি আর

ব্যুরোক্রেসির চরিত্র পাল্টে গিয়ে জনগণের সেবকে পরিণত হবে ? তবে আর বিপ্লবের দরকার কী? তা হলে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে মানুষকে ঠকাচ্ছেন কেন, আর কর্মীদেরই বা উত্তেজিত করছেন কেন? তাহলে আসল কথাটা থলি থেকে বের করেই ফেলুন না। আসল কথাটা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার হাওয়া, জনগণের মানসিকতা, এসব চোখের সামনে রেখে, তাঁদের কর্মীদের উত্তেজিত করার জন্যই এতো 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলা হচ্ছে, দল বাড়াবার জন্য বলা হচ্ছে। বিপ্লব তাঁরা চান না, চাইলে পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে অপরের সংগঠন তাঁরা ভাঙতেন না। আমরা বিপ্লব বলি, কারণ আমরা যথার্থই বিপ্লব চাই। তাই বলছিলাম, মার্কসবাদী দল, বিপ্লবী দল, যুক্তফ্রন্টের প্রধান হিসাবে বিপ্লবী দল যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে তাদের কাজ হল, অপরে যদি প্রশাসনকে অপব্যবহার করে, তবে তা করতে না দেওয়া। এবং এইভাবেই প্রশাসনকে নিউট্রাল রেখে এই এতগুলো পার্টির সম্মিলিত ফ্রন্টটা যেন না ভাঙে তার কার্যকরী রাজনীতিটা দেওয়া।

তাহলে সিপিআই(এম)কে কোন জিনিসটা বুঝতে হবে? বুঝতে হবে, পাঁচটা পার্টি একত্রে যখন ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আসে, তখন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের আদর্শ-রাজনীতি নিয়েই আসে। প্রত্যেকেরই অপরের সঙ্গে রাজনীতিগত কিছু কিছু পার্থক্য আছে, আর প্রত্যেকেরই জনগণের উপর কিছু কিছু প্রভাব আছে। তাই প্রত্যেকেই সেই প্রভাব বৃদ্ধির জন্য নিজ নিজ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করবে, ফলে পরস্পর আদর্শগত সংগ্রাম আসবেই। তাহলে, পরস্পর আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের স্বার্থে লাঠালাঠিকে এড়াতে হবে। কোথাও যদি কখনও কখনও দু'চারটে লাঠালাঠির ঘটনা ঘটেই যায়, তবুও পরস্পর আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে যুক্তফ্রন্টের সবাই মিলে মূল শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে যে প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রেখে সেইসব প্রোগ্রাম কার্যকরী করার জন্য গণআন্দোলনগুলোকে চালিয়ে যেতে হবে। ফলে, একই সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে বজায় রাখা, অন্যদিকে দলবৃদ্ধির জন্য আদর্শগত সংগ্রামের রাস্তায় দলগত রাজনীতির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, এই দু'টি কাজ একই সঙ্গে করা দরকার।

সিপিআই(এম) এর একটা করতে গিয়ে আরেকটা নষ্ট করল। দলগত রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে তারা ঐক্য ভাঙবার রাজনীতিতে পা দিল। ঐক্য রক্ষা করবার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে পর্যন্ত তারা তোয়াক্কা করল না, প্রশাসনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে চাইল। আর লোককে ভুল বোঝাবার জন্য যা যা বলা দরকার, সমানে সেইসব স্টান্ট (চমক) দিয়ে যেতে লাগল। এতে কি ফ্রন্ট থাকে? যেমন কাগজে দেখলাম, জ্যোতিবাবু বলেছেন যে, সিপিআই(এম) নিজের দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির স্বার্থে পুলিশকে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ব্যবহার করেছে, এমন একটা উদাহরণও, একটা ঘটনার সত্যতাও কেউ দেখাতে পারবে না। তিনি বলেছেন, একটা দলও নাকি এ বিষয়ে কোনও দিন কোনও উদাহরণ দেয়নি, কোনও ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি, শুধু সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে ফাঁকা গালাগালি দিয়ে গেছে।

জ্যোতিবাবুর এ কথাটা সত্য কথা নয়। আমি নিজে জানি, আমাদের দলের রেকর্ড থেকে ঘটনা তুলে তুলে আমি বলতে পারি। আমি কটু কথা বলতে চাই না, বলা উচিতও নয়। ক্যানিং থানার ভলেয়া গ্রামের ঘটনাটা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে আমরা জানিয়েছি। তারপর কুলপির ঘটনা, এই সেদিন আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা যা আপনারা কাগজে পড়লেন, সেটা তাঁকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। তারপর কুলতলির ঘটনা। সামনে দুশো সশস্ত্র পুলিশকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে —মহাভারতে শিখন্ডীর গল্প পড়েছেন, অর্জুন সামনে শিখন্ডি খাড়া রেখে ভীষ্মের মতো বীরকে মেরে ফেলেছিল — আমাদের সাত হাজার কৃষক সমাবেশের উপর সিপিআই(এম)-এর পাঁচশো লোক আক্রমণ করে আমাদের অতগুলো লোককে খুন-জখম করে বেরিয়ে গেল। এ সমস্ত ঘটনাগুলি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে তাঁকে জানিয়েছি। আমরা জ্যোতিবাবুকে বলেছি, তিনি সমস্ত ঘটনার তদন্ত করুন। মন্ত্রী পর্যায়েও এ-ঘটনা তোলা হয়েছে এবং আলোচনাও করা হয়েছে। অথচ এ সব কথা চেপে গিয়ে কাগজওয়ালাদের জ্যোতিবাবু বেমালুম বলে দিলেন, একটা উদাহরণও, একটা ঘটনার সত্যতাও কেউ দেখাতে পারেননি। অথচ ন্যাচারাল জাস্টিস (স্বাভাবিক ন্যায়বিচার) কী বলে? স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বলে, যদি কারোর সম্বন্ধে আমি অভিযোগ করি, তাহলে যার কাছে আমি অভিযোগ করলাম, তিনি কেবল যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছেই ঘটনা জানতে চাইবেন না, বা তার রিপোর্টটি নিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকবেন না, বা তার রিপোর্ট অনুযায়ীই মনে করবেন না যে, সে যা বলছে ঘটনাটি সেরকমই। তিনি সত্য ঘটনা জানার জন্য সমস্ত পক্ষ থেকে, সমস্ত দিক থেকে খবর নেবেন। তা না করে জ্যোতিবাবু কী করলেন ?

তাঁদের নিজেদের পার্টি আর পুলিশের বিরুদ্ধেই, অর্থাৎ স্থানীয় পুলিশ অথরিটি এবং জেলা পুলিশ অথরিটির বিরুদ্ধেই যেখানে অভিযোগ, সেখানে উনি সত্য ঘটনা জানবার জন্য সেই পুলিশ কর্তৃপক্ষেরই রিপোর্ট চাইলেন, আর নিজের পার্টির রিপোর্ট চাইলেন। দেখা গেল, তাঁদের পার্টি যা রিপোর্ট দিচ্ছে, পুলিশের রিপোর্টেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলা হয়েছে। হুবহু মিল সিপিআই(এম) পার্টির রিপোর্টে, আর পুলিশের রিপোর্টে। আর সেই রিপোর্ট দেখেই উনি বললেন, এই তো রিপোর্টে উল্টো কথা আসছে। কিন্তু এটা কি স্বাভাবিক ন্যায়বিচার যে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছ থেকেই রিপোর্ট নেবেন এবং তাকেই সত্য বলে মেনে নেবেন? তাঁদের পার্টির কোনও জেলা অথরিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, আর তারই রিপোর্ট তিনি অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নিলেন। আমাদের পার্টির কোনও জেলা অথরিটির বিরুদ্ধে যদি সিপিআই(এম) অভিযোগ করে, সেই ব্যাপারটা জানবার জন্য আমি আমার দলের জেলা অথরিটিকে জিজ্ঞাসা করতে পারি। কিন্তু যদি এমন হয় যে, আমাদের দলের জেলা অথরিটি যা রিপোর্ট দিল, সেইটা হুবহু পড়ে গিয়ে আমি বলি, সিপিআই(এম) যা বলেছে তা সত্য নয়, কারণ এই হল ঘটনা। তাহলে কি আমার কাছে তাঁরা স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাবেন? তা কি তাঁরা আশা করতে পারেন? জ্যোতিবাবু কিন্তু তাই করেন। যে পুলিশের দেওয়া রিপোর্টকে মানুষ ঘৃণা করত, উনি হয় কথায় নয় কথায় সেই পুলিশের রিপোর্টকেই সত্যের মর্যাদা দিতে শুরু করলেন।

এইভাবে পুলিশ রিপোর্টের ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন জ্যোতিবাবু। আমাদের দেশে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিশ কীভাবে রিপোর্ট দেয় জানা নেই তাঁদের? পুলিশ কীভাবে কেস তৈরি করে জ্যোতিবাবু জানেন না? তাঁরা নিজেরা তার ভুক্তভোগী নন? সেই পুলিশ কি রাতারাতি পাল্টে গেল? আর সবচেয়ে বড় কথা, সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই তো আমাদের অভিযোগ। তাঁদের পার্টির সঙ্গে পুলিশের যোগসাজস সম্বন্ধেই তো আমাদের অভিযোগ। আর জ্যোতিবাবু তাঁদের পার্টির আর পুলিশের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই আমাদের অভিযোগ খণ্ডন করলেন। খণ্ডন করতে গেলে, তাঁদের নিজেদের আমাদের কাউকে নিয়ে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে এবং স্থানীয়ভাবে তদন্ত করে তবে খণ্ডন করতে হত। এ রকম একটাও তদন্ত তিনি করেছেন? তাঁকে ঘটনা জানানো হয়েছে, ভলেয়া, কুলতলি, কুলপী এবং আরও অনেক ঘটনা। আরও ছোটখাট ঘটনাও তাঁকে জানানো হয়েছে। অন্যেরা কে কী দিয়েছেন জানি না, কিন্তু আমরা তো দিয়েছি। কিন্তু কোথাও কি তিনি গিয়ে নিরপেক্ষভাবে সত্য জেনে আসবার চেষ্টা করেছেন? সেটা তো করেনইনি, উপরন্তু যে পুলিশ এবং তাঁদের দলের বিরুদ্ধেই আমাদের চার্জ, সেই পুলিশ এবং তাঁদের দলের রিপোর্ট পড়েই তিনি আমাদের অভিযোগগুলি চাপা দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, অনেক রিপোর্টের, অনেক অভিযোগের, অনেক আবেদনের চিঠির উত্তর দেবার মতো ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেননি। এর উপর আবার খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে বলে দিচ্ছেন, একটাও ঘটনার উদাহরণ অন্যরা দেয়নি। এ কি রাজনীতি? এতো গোয়েবল্‌স্‌কেও ছাড়িয়ে গেছেন তাঁরা! মুখে এমন সব কথা বলেন যার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ সব ঠিক নয়। ঐক্য রাখতে গেলে একটা সংযুক্ত ফ্রন্টে, এরকম স্টান্টের রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। না হলে ঐক্য থাকে না। তাঁরা মতবাদিক সংঘর্ষ করুন, আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অপরের রাজনীতিকে পরাস্ত করুন। আমরা যেমন বলছি, তাঁদের মারের বিরুদ্ধে আমরা পারি মারব, না পারি মার খাব। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রচারের রাস্তায় লড়ব। তাঁদের কর্মীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের উপর হামলা করেছে, তার জন্য তো আমরা যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাইনি। যুক্তফ্রন্ট আমলে আমাদের উনিশজন কমরেড সিপিআই(এম)-এর হাতে মারা গিয়েছে। সেজন্য আমরা কি বেরিয়ে গিয়েছি? আমরা আজও যুক্তফ্রন্টকে রাখতে চাই। সিপিআই(এম)-কে নিয়েই রাখতে চাই, এবং তার জন্য বাংলা কংগ্রেসের উপর বর্তমানে চাপ দেওয়ারও চেষ্টা করছি। বাংলা কংগ্রেস যদি না আসে, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু তাঁরা সাড়া দিন, বলুন তাঁরা তাঁদের রাজনীতি পাল্টাবেন, সংশোধন করবেন। সিপিআই(এম)-এর কর্মীদের কাছে আমার অনুরোধ, এই ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতি, যেটা তাঁদের নেতারা তাঁদের মধ্যে এনে দিয়েছেন, সেটা পরিত্যাগ করুন। তাঁরা হয় এই নেতৃত্বকে সংশোধন করুন, নয় অপসারিত করুন। সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে আবার আমরা জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা খোলাখুলি বলুন, যুক্তফ্রন্ট আপনারা চান কিনা? আপনারা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কিনা? কিন্তু উল্টোপাল্টা, চূড়ান্ত অসত্য কথা বলবেন না। যাহোক বলে জনতাকে বিভ্রান্ত করবেন না। যুক্তফ্রন্ট বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যদি আপনারা না

চান ভাল, আপনারা একা লড়ুন। সিপিআই(এম)-এর নেতারা তো বলেন, গণআন্দোলনের শক্তি তো নাকি সবই তাঁদের পিছনে। তাহলে আমাদের দলের ডাকে আজকের এই বৃহৎ জনসমাবেশে এখানে যাঁদের দেখছেন, বা আরও যে সমস্ত দল এখানে ওখানে মিটিং করে সেই সমস্ত মিটিং-এ যে সমস্ত মানুষ থাকেন তাঁরা কি সব শঙ্করাচার্যের মায়া ? তাঁরা নেই ? যেমন জগৎ মিথ্যা, শঙ্করাচার্যের মায়া, তেমনি আমরাও সব মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দেখছি এই যে মিটিং-এর বিশাল জনতা, বা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যা শক্তি বলে আমরা বলছি সেগুলি সবই মায়া, মায়ায় আচ্ছন্ন ? আমরা সব জোতদারের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এগুলো দেখছি, বাস্তবে এগুলোর অস্তিত্ব নেই ? তাই যদি তাঁরা মনে করেন, ভাল কথা! তাঁরা একা লড়ুন।

আবার সাথে সাথে তাঁরা বলছেন, জোট বাঁধার দরকার আছে। আর জোটটি কী করে বাঁধবেন? না, তাঁদের মতে শ্রেণীভিত্তিক জোট হবে। তাঁদের এই শ্রেণীভিত্তিক কথাটার মানে আসলে কী? না, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের সুকুমার রায়ের* মতো লোক বা এভাবে আর পাঁচটা লোক খাড়া করে পাঁচটা পার্টির লেবেল তার ওপর এঁটে দিয়ে তারপরে একটা জোটের নাম দিয়ে বলবেন, শ্রেণীসংগ্রামের আলোকে এবং মাপকাঠিতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, 'ইহারাই বিপ্লবী আন্দোলনের সহযোদ্ধা' এবং এই সমস্ত পার্টিগুলোর সম্মিলিত ফ্রন্টই হল 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'! আমি বলি, এইভাবে তাঁদের লোকঠকানোর দরকারটা কী? তাঁরা সরাসরি লড়ুন! তাঁরা বলুন, একদিকে একা তাঁরা, আর একদিকে পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট, দেখা যাক, বাংলার মানুষ কোন দিকে রায় দেয় ? তাহলে বুঝব, তাঁদের বুকের পাটা আছে। তা না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন কেন, উল্টোপাল্টা বলে বিভ্রান্ত করছেন কেন? সোজাসুজি তাঁরা বলুন যাতে তাঁদের বোঝা যায়, তাঁদের রাজনীতিটা বোঝা যায়। তাঁদের রাজনীতি কেউ মানতে পারেন, কেউ না মানতেও পারেন, কিন্তু এমন করে বলুন যাতে সেটা বোঝা যায়, যাতে সকলেই বুঝতে পারেন। আমরা বুঝতে পারি, জনসাধারণ বুঝতে পারে, তাঁদের পার্টির কর্মীরাও বুঝতে পারে। এতে তাঁদের ভয় কীসের ? তাঁদের রাজনীতি ভুল প্রমাণিত হলে, যদি তাঁদের দলের কর্মীরা অন্ধ না হয় তাহলে তাঁরাই তাঁদের সংশোধিত করে আবার ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু তা তাঁরা করছেন না। উল্টে যা তাঁরা করছেন তা বলছেন না, আর যা বলছেন তা করছেন না। তা আমার কথা, এইভাবে শুধু স্ববিরোধী কতকগুলো উল্টোপাল্টা কথা বলে বিভ্রান্ত করছেন কেন? তাই তাঁদের কাছে আমাদের বক্তব্য, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্টকারী, গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতি তাঁরা ত্যাগ করুন। সাথে সাথে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের বলব, তাঁরাও তাঁদের একগুঁয়েমি ছাড়ুন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। দেখুন মার আমরা ছোট দল হিসাবে সিপিআই(এম)-এর তুলনায় অনেক বেশি খেয়েছি। ওদের তুলনায় আমরা অনেক ছোট, কিন্তু ক্যাজুয়ালটি (ক্ষয়ক্ষতি) নিতে হয়েছে আমাদের অনেক বেশি। ২০ বছরের কংগ্রেসি আমলের তুলনায় এই যুক্তফ্রন্টের কয়দিনের রাজত্বে আমাদের কম ক্ষতি হয়নি। চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমগ্র সুন্দরবন এলাকায়, বীরভূম এবং অন্যান্য জেলাতেও, আপনারা জানেন, গরিবের পার্টি, গরিব চাষীর পার্টি বলে আমাদের এস ইউ সি আই পার্টিটার সুনাম আছে। সমগ্র ২৪ পরগণায় গরিবের সংগঠন হিসাবে আমাদের চাষী সংগঠন কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রভাব। মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত আমাদের দলের বিরুদ্ধতা করে এই কারণে যে, আমরা লড়েছি গরিব চাষী আর খেতমজুরের হয়ে। হুমায়ুন কবীরের মতো একজন প্রতিক্রিয়াশীল, সিদ্ধার্থ রায়ের মতো একজন কংগ্রেসি, ২৪ পরগণার জোতদারশ্রেণী ও কংগ্রেস নেতারা সকলে একবাক্যে বলেছে, ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গরিব চাষী-খেতমজুরদের হয়ে লড়াই করে আমরা জোতদারদের জীবন, ধনমান সব বিপন্ন করেছি। তা আমরা করেছি কিনা সেটা আলাদা কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা লড়াই করেছি বলেই এসব কথা উঠছে। বলা হয়েছে, সেখানে গরিব চাষীর রাজত্ব কায়েম হয়েছে, আমরা নাকি নিজেদের রাজত্ব সেখানে কায়েম করেছি। এই সেদিনও বলেছে, সেখানে গরিব চাষীরা আমাদের নেতৃত্বে সংগঠিত। গ্রামীণ জোতদার ও ধনী চাষীর বিরুদ্ধে গরিব মানুষের হয়ে এই লড়াই সত্ত্বেও আমাদের সংগঠিত চাষী এলাকাগুলোতে পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সিপিআই(এম) যে পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে এবং তার ফলে আমাদের যে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে সিপিআই(এম) নেতারা বলছেন, এটা নাকি তাঁদের শ্রেণীসংগ্রাম।

---

* বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে যিনি বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস খাড়া করে সিপিআই(এম)কেই সমর্থন করেছেন।

আর বর্ধমান জেলায়, যেখানে সিপিআই(এম)-এর সবচেয়ে বড় সংগঠন বলে তাঁদের পার্টি দাবি করে, যে বর্ধমান জেলা পশ্চিমবাংলার জোতদারদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি, বড় বড় বাঘাবাঘা জোতদারদের ঘাঁটি, সেই বর্ধমান জেলায় শ্রেণীসংগ্রামের কী কাহিনী সিপিআই(এম) নেতারা তুলে ধরতে পারেন! টুকরো-টাকরা দু-একটা বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ঘটনা ছাড়া সেখানে যথার্থ অর্থে কি কোন শ্রেণীসংগ্রাম হয়েছে? জোতদাররা কি সেখানে নেই? তাহলে সেখানে কি জোতদারদের সঙ্গে তাঁদের সহাবস্থান হচ্ছে? নাকি সেখানকার পুরো জোতদার গোষ্ঠীই বিপ্লবের সহযোদ্ধা হয়ে একেবারে তাঁদের দলের লোক হয়ে গিয়েছে? কোনটা? অথচ তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামটা শুরু করলেন ২৪ পরগণায়, যেখানে খেতমজুররা ইতিমধ্যেই আমাদের দলের অধীনে সংগঠিত! এর অর্থ বুঝতে তো অসুবিধা নেই! এর অর্থ, যে জোতদাররা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল, কমিউনিস্ট বিদ্বেষ থেকে প্রথমে তারা গেল বাংলা কংগ্রেসের দিকে। যখন দেখল বাংলা কংগ্রেস তাদের রক্ষা করতে পারে না, তারা তখন গেল সিপিআই(এম)-এর দিকে। আর সেই জোতদারদের কেন্দ্র করে যে মুষ্টিমেয় নগণ্য গরিবরা তখনও অসংগঠিত ছিল, কারণ একটা এলাকায় বড় সংগঠন মানে পাঁচটা-দশটা গরিব চাষী জোতদারদের প্রভাবে নেই এমন তো নয়, তাদেরকে নিয়েই চাষীরা যেসব বেনাম জমি দখল করেছিল, সেইগুলো পুনর্দখলের লড়াইকেই তাঁরা 'জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই' বলে চালাতে আরম্ভ করলেন। তাই আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, ওটাকে প্রমোদবাবুরা শ্রেণীসংগ্রাম বলতে পারেন। কারণ চাষীর সঙ্গে জোতদারদের লড়াইটা চাষীর পক্ষে যেমন শ্রেণীসংগ্রাম, তেমনি জোতদারদের চাষীর বিরুদ্ধে যে লড়াই সেটাও জোতদারদের তরফে শ্রেণীসংগ্রাম। প্রমোদবাবুরা সেই শ্রেণীসংগ্রামই করছেন। জোতদারদের সঙ্গে নিয়ে যখন তাঁরা চাষীর বিরুদ্ধে লড়ছেন, তখন তা শ্রেণীসংগ্রাম বৈকি ! ঠিকই করছেন। তা তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে শ্রেণীসংগ্রামটা করলেন, সেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে তাঁদের যে শ্রেণীসংগ্রামের আন্দোলন, তার কেন্দ্রস্থল হল সেই জায়গা, যেখানে আমাদের সংগঠন। আর যেখানে বর্ধমান জেলায় তাঁদের নিজস্ব সংগঠন, সেইখানে ছোটখাটো দু-চারটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শ্রেণীসংগ্রামের বন্যা আমরা দেখতে পাইনি। তাহলে এগুলির নাম শ্রেণীসংগ্রাম, নাকি এগুলির নাম অপরের সংগঠন ভাঙা ? এই সুবোধবাবু* এখানে বসে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। একটার পর একটা গ্রাম পুলিশকে সামনে রেখে, আমাদের কমরেডদের গ্রেপ্তার করিয়ে জোতদার আর গুন্ডাদের আমাদের গরিব চাষী-খেতমজুরদের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) সংগঠিত করেছে, হামলা করেছে। কখনও আমাদের চাষীদের উপর সরাসরি পুলিশি আক্রমণ হয়েছে। এই সুবোধবাবুই একদিন রেগে গিয়ে জ্যোতিবাবুকে বলেছিলেন, আমরা ছোট দল। ভাঙতে চান, মেরে আমাদের পশ্চিমবাংলার মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান তো আসুন। শুধু পুলিশকে পাঠাবেন না, এই কথাটা ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে, কংগ্রেসি আমলের মতো স্থানীয় ক্ষেত্রে আপনাদের পার্টির কর্মকর্তারা পুলিশের কর্মকর্তা হবে না।

সবশেষে, প্রশাসনে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি তাঁদের বলতে চাই যে, আপনারা ভুল করছেন। আপনারা যদি ভেবে থাকেন, সেই ঔপনিবেশিক রাজনীতির ধরনেই যেমন করে কংগ্রেসকে সেবা করে এসেছেন, সেই একইভাবে সিপিআই(এম)কে সেবা করে আরও মজায় থাকবেন, তাহলে জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। জনসাধারণ চায় গণতান্ত্রিক প্রশাসনে প্রো-পিপ্‌ল প্যাট্রিয়টিক অ্যাটিচিউড (জনগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দেশপ্রেমিকের মনোভাব) নিয়ে আপনারা পক্ষপাতহীনভাবে আচরণ করুন, কোনও রাজনৈতিক দলের দালালি করবেন না। এ যদি আপনারা না করেন, তাহলে আজ হোক কাল হোক, জনগণের রোষ আপনাদের উপরে নেমে আসবেই। তখন জনতার কাছ থেকে আজ আপনারা যে ঘৃণা কুড়োচ্ছেন, তা থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। সিপিআই(এম)-এর কয়েকটি কর্মীর প্রচারেও তা দূর হবে না, যেমন আজও হয়নি। বাংলার জনসাধারণ পুলিশকে কোনওদিনই, সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত, কোনওদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। অথচ এই রোষ আপনারা এড়াতে পারতেন, যদি শাসকদলের রাজনীতির তাঁবেদারি না করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ইম্পার্সিয়ালি বিহেভ (প্রশাসনে পক্ষপাতশূন্য আচরণ) করতেন, নিরপেক্ষ আচরণ করতেন, যদি এই ভুল না করতেন। আর সিপিআই(এম) ও চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে না। সরকারি ক্ষমতায় সিপিআই(এম) কোনও দিন একা লড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না।

---

* দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী।

এ স্বপ্ন যদি সিপিআই(এম) নেতারা দেখে থাকেন তো ভুল। আমি তো বলছি, তাঁরা একথা ঘোষণা করুন যে, তাঁরা জনশক্তির নেতা, তাঁরা একাই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করবেন। না, সে বেলা একটা অ্যালাইনমেন্ট (ঐক্যজোট) তাঁদের করতে হবে। করতেই হবে। সেই ঐক্যজোটটা কাদের নিয়ে হবে? না, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, আর সি পি'র সুধীন কুমার গ্রুপ, অর্থাৎ অনেকগুলো আর সি পি আছে তাদের একটা, এ তো আছেই। আর তার সাথে সুকুমার রায়, যিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে বাংলা কংগ্রেসে গেলেন, তারপরে আবার বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে দিয়ে আবার একটা বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস খাড়া করতে হবে। তারপর যে পার্টিগুলোর নাম আমি বললাম তাদের, আর বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে একটা জোট খাড়া করে দেখাতে হবে, এই দেখ, শ্রেণীভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট গঠন করে আমরা লড়ছি। আমি বলি, বেশ, তাই যদি তাঁদের ইচ্ছা হয় তাহলে লড়বেন, বাংলার জনসাধারণকে মোকাবিলা করবেন, দেখা যাবে। বাংলার মানুষ যদি তাঁদের গ্রহণ করে, মাথা পেতে মেনে নেব।

কিন্তু আমি বলি, এ রাস্তায় পা দেবেন না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্টকারী রাস্তায় পা দিয়ে আপনারা বেইজ্জত হবেন, এটাও আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই, তাঁরা তাঁদের ভুল রাজনীতির পথ ত্যাগ করে আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হোন। আমরা তাঁদের কতটা পর্যুদস্ত করলাম, তাঁরা আমাদের কতটা পর্যুদস্ত করলেন, এ রাজনীতিতে অন্যের উৎসাহ থাকতে পারে, আমরা পছন্দ করি না। আমাদের দল আজও চায়, যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা যেখানে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর যেখানে আজও রয়েছে, তাই ইলেকশনের রাজনীতিতে তাঁদেরও যেতে হচ্ছে, আমাদেরও যেতে হচ্ছে, সেখানে বাস্তবকে স্বীকার করুন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনে, নিজেদের মিথ্যা প্রেস্টিজ ইস্যু খাড়া না করে, আর এই যে মারাত্মক ঐক্যবিরোধী রাজনীতি, যা তাঁদের দলের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবের সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ তা পরিত্যাগ করে যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করুন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টায় তাঁরা সাহায্য করুন। তারপরেও যদি বাংলা কংগ্রেস গোঁ ধরে যে, সিপিআই(এম)কে যুক্তফ্রন্টে নিলে তারা থাকবে না, তখন বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই বাকি আমরা যারা আছি তারা সবাই মিলে পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করব। কিন্তু এখন বাংলা কংগ্রেসকে নিয়েই চেষ্টা করতে হবে। প্রথম থেকেই বাংলা কংগ্রেসকে যদি যুক্তফ্রন্টে না নেওয়া হত, যে কথা আমরা বলেছিলাম, তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে যুক্তফ্রন্টে সিপিআই(এম) নেতারাই এনেছেন, কোনও নীতিগত কারণে বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়নি।

তাহলে, আসল কথাটা আগে আলোচনা করুন। আমি মনে করি, আমাদের দল মনে করে, পশ্চিমবাংলায় এখনও যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। তার জন্য সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা চালানো দরকার। এটা করতে হলে সিপিআই(এম)কে তার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতি আগে পরিত্যাগ করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা, যুক্তফ্রন্টের মিত্র শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনার রাজনীতি বর্জন করতে হবে। সহযোগী দলগুলির বিরুদ্ধে নানারকমভাবে তাদের দলের কর্মীদের উত্তেজিত করে তারা যে ভিতরের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছিল, সেই রাজনীতি তাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

গণমতের একটা প্রচণ্ড ঢেউ তুলে সিপিআই(এম)কে বাধ্য করানো দরকার সেই পথে যেতে। তা না হলে যে ঝঞ্ঝাট নেমে আসবে, যে ক্ষয়ক্ষতি গণআন্দোলনের হবে, তার দ্বারা দেশের আপামর শোষিত সাধারণ মানুষেরই চরম ক্ষতি বর্তাবে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০ এস ইউ সি আই-এর
প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ।
২০০৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।